পশ্চিম বাংলায় মাসলাকে আলা হযরত এর মুখপত্র

ত্রৈমাসিক

June-2023

সুন্নী দর্পণ

পত্রিকা

সম্পাদক

খালিফায় হুজুর জামালে মিল্লাত

মুফতী নুরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

৭৮৬/৯২/৯১৭ Sunni D

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

≈ ত্রৈমাসিক

সুন্নী দর্পণ পত্রিকা ≈

শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য বিষয়ক (জুন, ২০২৩)

সম্পাদকঃ খলিফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত **মুফতী নুরুল আরেফিন** রেজবী আজহারী (পূর্ব বর্ধমান)।
সহ-সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব মাষ্টার শফিকুল ইসলাম রেজবী সাহেব। (শিক্ষক গাড়ীঘাট মাদ্রাসা)
সভাপতি ঃ মুফতী মুজাহেদুল ক্বাদেরী (মুর্শিদাবাদ)
সহ-সভাপতি ঃ মুফতী সাফাউদ্দিন আশরাফী সাক্বাফী। (পঃ বর্ধমান)
অক্ষর বিন্যাস ঃ মৌলানা খাইরুল হাসান আশরাফ, মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান, মনিরুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ ঃ মৌলানা খাইরুল হাসান আশরাফ জামালী

সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ঃ মুফতী আশরাফ রেজা নঈমী, মুফতী নইমুদ্দিন সাহেব রেজবী, মুফতী জোবাইর আলাম মুজাদ্দেদী, ক্বারী সাইফুদ্দিন সাহেব রেজবী, মুফতী শামসুদ্দিন মিসবাহী রেজবী, মুফতী মুমতাজ হোসাইন হাবীবী, মুফতী তোফাজ্জল হোসাইন কালিমী, মৌলানা আব্দুল ক্বুদ্দুস, মুফতী জিয়াইল মুস্তাফা রেজবী, মৌলানা আমানুল্লাহ রেজবী, মৌলানা নুরুদ্দিন রেজা ক্বাদেরী, মৌলানা ইলিয়াস রেজবী দিনাজপুরী, মুফতী জিয়াউর রহমান , মৌলানা আসমাইল সাহেব রেজবী, মৌলানা কামরুদ্দিন রেজবী, মৌলানা সাদ্দিকুল ইসলাম রেজবী, জাহেরুল হক্ব জামালী, মৌলান নুমান জামালী, মৌলানা আহম্দ রেজা রেজবী

কোর কমিটির সদস্য ঃ ক্বারী নুমান রেজা জামালী, মৌলানা আব্দুল ওয়াজেদ রেজবী, জাহিরুল হাসান, রায়হান রেজা, হাফিজ নুর আমীন, হাফিজ পিয়ার মহম্মদ, সুজাউদ্দিন ইউসুফ (সান্‌জু), মীনহাজুর রহমান, তাওসিফ রেজা, মহিবুল্লাহ, নুর হাসান, নুরুল হাসান রেজবী, সিপন শেখ, আব্দুস সুবহান, কাজী নুরুল ইমরান, মাসিদুজ্জামান শান্তি, নাদির আশরাফী, জাহাঙ্গীর গাজী, মোহাম্মাদ মেহেদী হাসান।

≈ সূচিপত্র ≈

১. সম্পাদকীয় ---------- ২
২. হাদিস হতে আক্বাইদ ---------- ৩
৩. বুখারী শরীফ হতে অদৃশ্য জ্ঞান ---------- ৬
৪. গ্রামাঞ্চলে জুমার পর জোহরের নামায ----- ৭
৫. মাসলা মাসায়েল ---------- ৯
৬.ওহাবী পরিচিতি (প্রশ্ন ও উত্তর সহকারে) ---- ১১
৭. ক্বুরবানী মাসলা মাসায়েল ---------- ১৪
৮. রুকুর আগে ও পরে রাফউল ইয়াদন না করা - ২০
৯.ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু মির্জা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী ২৩
১০. মহান আল্লাহ তা'য়ালা অস্তিত্বের প্রমান ---- ২৪
১১. জুমুআর দিন দোআ কবুল হওয়ার মূহুর্ত ---- ২৬
১২.'বাগে ফেদাক' সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ধারণা ---------- ২৭
১৩. আল্লাহর ওলীরা আজও সালামের উত্তর দেন - ২৯
১৪. আশুরায় করণীয় ও বর্জণীয় ---------- ৩০
১৫. ইমামে আহলে সুন্নাতের নামের পূর্বে 'আলা হযরত' লেখনী ---------- ৩৫
১৬. ক সেই মুফতী আযম সাহেব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)? ---------- ৩৬
১৭. মুফতী মহম্মদ আজম সাহেব ক্বীবলা'র ওফাত সুন্নী দুনিয়ার নক্ষত্রের পতন ---------- ৩৮
১৮.গুচ্ছ কবিতা ---------- ৩৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

শরীয়ত বিরোধী আইন ''মহিলাদের জামাত''– এর মদতকারীরা সাবধান

সম্প্রতি ঈদ, জুমুআ ও ওয়াক্তিয়া নামাযে মহিলাদের উপস্থিতির তোড়জোড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি কিছু কুচক্রি সংগঠন ইসলামী শরীয়তী আইন লংঘনের নিমিত্তে এই জামাত করাতে মদতও দিয়ে চলেছে। গত ঈদে কলকাতায় নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত মহিলাদেরকৃত জামায়াত সংবাদের শিরোনামে এসেছিল। যখন নব আবিষ্কৃত এ প্রথা অজ্ঞ লোকেদের খুশির জোয়ার তুলছিল, সেই মুহূর্ত ইসলামী চিন্তাবিদদের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে চুরমার করে দিচ্ছিল। একটি শরীয়াত বিরোধী ক্রিয়াকে মানুষ নিজেদের মধ্যে জাগরণ মনে করছে, অথচ আমরা আলেম সম্প্রদায় এ কুপ্রথাকে দেখে চুপ থাকি, তা কি করে সম্ভব! আমাদের চিত্ত যখন বাতিলদের ভয়শূন্য তাহলে এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠা আমাদের গুরু দায়িত্ব। আর প্রতিবাদ স্বরুপ এই তলোয়ারসম লেখনীকে প্রকাশ করা মৌলিক দায়িত্ব বলে মনে করছি। ইসলামের শত্রুরা বরাবরই বিভিন্ন কৌশলে ইসলামের চিরাচরিত পবিত্র শরীয়াত-ঈমান, আক্বীদা, কৃষ্টিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের কু-কৌশলের মধ্যে এটাও একটি নব আবিষ্কৃত যে, সরলমনা মুসলমান নারীদের পর্দার লংঘণ ঘটিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে ইসলামী ধ্যান ধারণাকে উৎপাটিত করা। দ্বীনি দোহাই দিয়ে, সাওয়াবের লোভ দেখিয়ে ঈদ, বকরীদে জামাতে শামীল করার উদ্দেশ্যে মাসজিদে বা ঈদগাহে নিয়ে গিয়ে শরীয়তী আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানোই এর আসল উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে, নারীদের উপর ঈদ-জুমুআ কোনটিই বৈধ নয়। সহীহ হাদিসে মহিলাদের মসজিদে না গিয়ে ঘরের অন্দর মহলে নামায আদায়ের কথা উল্লেখিত। নামাযের উদ্দেশ্যে নারীদের মসজিদে গমন শরীয়ত অনুমোদিত নয়। কুরআনের আয়াত ও অসংখ্য হাদিস দ্বারা মহিলাদের গৃহে অবস্থান ও সেখানেই নামায আদায়ের মধ্যে কল্যান নিহিত- বর্ণিত হয়েছে। অতএব, যারা শরীয়তের এই আইনকে বিরোধিতার নিমিত্তে নারীদের জামাতে শামিল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত তাদের বলব, কুচক্রিদের বেড়াজালে পা না দিয়ে সঠিত আলিমে দ্বীনদের শরানপন্ন হন-শরীয়তে আইন জানার চেষ্টা করুন। নিজেদের জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনের ইন্ধন হওয়া থেকে বাঁচান। ফিরে আসুন শরীয়তের আইনের দিকে। মহান করুনাময় আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করে শরীয়তে উপর অটল রাখুন। আ-মী-ন।

তারিখ ঃ ০৩/০৬/২৩
রায়না, পূর্ব বর্ধমান

****

হাদীস শরীফের দ্বারা আক্বাইদ শিক্ষা

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী, পঃ বর্ধমান

হাদীস শরীফ ঃ-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح وحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".

অনুবাদ ঃ - হযরত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট তার বাপ-মা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত লোকেদের চেয়ে আমি প্রিয় না হবো অর্থাৎ সেই ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিজের বাপ-মা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত লোকেদের চেয়ে বেশী ভালো না বাসবে ।

English translation

Narrated Hazrat Anas Radi Allahu Anhu The Prophet Sallallahu Alyhi Wa Sallam said, "None of You will have faith till he loves me more than his father.his children and all mankind."

এই হাদীসের সূত্র ;-

(বুখারী শরীফ হাদীস নং-১৫,সহীহ মুসলিম হাদীস শরীফ নং-৪৪,ইবনে মাযা হাদীস নং-৬৭, মুসনাদে আবু উয়াইনা খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-৩৩, সুনানে দারমী হাদীস নং-২৭৪১,মুসনাদে আবু ইয়ালা হাদীস নং-৩০৪৯,সহীহ ইবনে হাব্বান হাদীস নং-১৭৯,শুয়াবুল ঈমান হাদীস নং-১৩৭৪, শারাহে সুন্নাহ্ হাদীস নং-২২, আল মুয়াজামুল আওসাত হাদীস নং-২৮৫৪, মুসনাদে আহমাদ খণ্ড-৩,পৃষ্ঠা-১৭৭,ক্বাদীম মুসনাদে আহমাদ খণ্ড-২০,পৃষ্ঠা-২০২ মুসিসাতুর রিসালা বেইরুত, হাদীস নং-১২৮১৪)।

আক্বীদা ঃ কাজী আবুল ফজল আলাইহির রাহমা এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যতক্ষন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এই আক্বীদা না রাখবে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন নিজের পিতা মাতা সন্তান সন্ততি এবং সকল লোকের চেয়ে উত্তম, ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না। (নেয়ামাতুল বারী ১/১৯৩)

ইমাম বুখারী আলাইহির রহমা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, মু'মিন হতে গেলে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপরে মুহাব্বাত বা ভালোবাসা রাখতে হবে। তাই আমাদের জানতে হবে মুহাব্বাত বা ভালোবাসা কত প্রকারের ?

আল্লামা আবু হুসাইন আলি বিন খালাফ ইবনে বাত্তাল মালিকী(ইন্তেকাল৪৪৯হিজরী)আলাইহির রাহমা লিখেছেন। মুহাব্বাত হল ৩ প্রকার ১)ইজলাল এবং আযমতের সাথে মুহাব্বাত করা যেমন পিতার সাথে যেভাবে মুহাব্বাত করা হয়। ২) সাফকাত এবং

রহমতের সাথে মুহাব্বাত করা যেমন নিজের সন্তানের সাথে মুহাব্বাত করা। ৩)ইসতেহসান বা হুসনে সুলুকের সাথে মুহাব্বাত করা যেমন সমস্ত লোকেদের সাথে মুহাব্বাত করা হয়।

আক্বীদা:-এই হাদীস শরীফের অর্থ হল এটাই যার ঈমান কামিল বা সম্পূর্ণ হবে। তার এটা জানা থাকবে যে,তার উপরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লামের হাক্ব এবং ফজিলত তার বাপ-মা সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত লোকেদের চেয়ে বেশী। কেন না হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা থেকে বের করে হিদায়ত দিয়েছেন এবং দোজখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

--------(শারাহে বুখারী লি ইবনে বাত্তাল খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-৬৬,মাক্তাবতে রাশিদ রিয়াদ ১৪২০ হিজরী)।

আক্বীদা:-ক্বাজী আইয়াজ বিন মুসা মালিকী আন্দুলুসি আলাইহির রাহমা বলেন(ইন্তেকাল-৫৪৪হিজরী)হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বাতের এটাও একটা প্রকারের মধ্যে পড়ে যে,হুযুর আলাইহিস সালামের সুন্নাতের সাহায্য করতে হবে অর্থাৎ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং শরীয়তের বিরীধিতাকারিদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং হুযুর আলাইহিস সালামের যিয়ারতের আকাংখা রাখতে হবে এবং হুযুর আলাইহিস সালামের উপরে নিজের জান-মাল বিসর্জন করে দিতে হবে।

------(আক্মালুল মুয়াল্লিম বি ফাওয়াইদে মুসলিম খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৮০-২৮১,দারুল ওফা বেইরুত,১৯১৪হিজরী)।

যদি কেউ আল্লাহকে ভালোবাসতে চায় সে যেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসে

এর জন্য আল্লাহ্ পাক পবিত্র ক্বুরআন শরীফে ইরশাদ করেছেনঃ-

আয়াত শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾

অনুবাদঃ-হে মাহবুব! আপনি বলেদিন,হে মানবকুল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও,আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ করবেন আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।----(কানযুল ঈমান পারা-৩,সুরা-আল ইমরান আয়াত-৩১)।

English translation

31. 'O beloved! Say you, 'O people! If you love Allah, then follow me; Allah will love you and forgive your sins and Allah is Forgiving, Merciful. (Kanzul Iman).

আক্বীদা:-এই আয়াত শরীফ হতে আমরা বুঝতে পারলাম যে,কেউ যদি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী করে তো তার দলীল হল রাসুল আলাইহিস সালামকে ভালোবাসা। আর যদি কেউ রাসুল আলাইহিস সালামকে না ভালোবাসে তাহলে তার আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যাবে।ইমাম আবুল হাসান আলী বিন আহমাদ আল ওয়াহিদী আলাইহির রাহমা(ইন্তেকাল ৪৬৮ হিজরী)বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার দাবী করি কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদেরকেও ভালোবেসে থাকি এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিবাহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু দেওবন্দী ওহাবী ফারাজীদের ছেলেমেয়েদের সাথে দিয়ে থাকি এমনকি তাদের ঘরে খাওয়া দাওয়া করে থাকি অর্থাৎ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদেরকেও আমরা ভালোবেসে থাকি। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণ জগৎবাসিকে দেখিয়েদিয়ছেন যে,তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেমন মুহাব্বাত করেছেন তেমনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদের সাথে শত্রতাও রেখেছেন প্রয়োজনে তাদেরকে হত্যা করতেও পিছু পা হন নি,তাতে সেই শত্রু তার যতই প্রিয় হোক না কেন। আল্লাহর পবিত্র ইরশাদঃ-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ
اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ
اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ
وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ
اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۲۲﴾

অনুবাদঃ-আপনি পাবেন না ঐসব লোককে,যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর এমনি যে,তারা বন্ধুত্ব রাখে ঐসব লোকের সাথে,যারা আল্লাহ্ ও তার রাসুলের বিরোধিতা বিরুদ্ধচারণ করেছে,যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র,অথবা ভাই কিংবা নিজ জাতী-গোত্রের লোক হয়। এরা হচ্ছে ঐসব লোক,যাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ্ ঈমান অঙ্কিত করেদিয়েছেন এবং তার নিকট থেকেরূহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন,যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান,সেগুলোর মধ্যে স্থায়ি হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা আল্লাহর দল। শুনছো! আল্লাহরই দল সফলকাম।(সুরা-মুযাদালাহ,পারা-২৮,আয়াত-২২)।

English translation

22. You will not find a people who believe in Allah and the last Day taking as their friends those who opposed Allahand His Messenger, even though they be their fathers or their sons or their brotheren or their kinsmen. These are they in whose hearts Allah has inscribed faith and helped them with a spirit from Himself, and will make them enter gardens beneath which flow streams, abiding therein, Allah is pleased with them and they are pleased with Allah. This is Allah's party. Do you hear'? it is Allah's party that is successful. (Kanzul Iman).

-ইবনে জুরাইজ আলাইহির রাহমা বলেন;- আমার নিকটে এই হাদীস শরীফ বর্ণনা করা হয়েছে। আবু কুহাফা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গালি দিলে হযরত আবুবাকার সিদ্দিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু আবু কুহাফাকে(তার পিতা)এত জোরে এক থাপ্পড় মারেন যে,আবু কুহাফা উল্টে পড়ে যায়। হযরত আবুবাকার সিদ্দিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে আলোচনা করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এরকম করেছো? উত্তরে হযরত আবুবাকার সিদ্দিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন তোমার এধরণের করা উচিৎ ছিলো না।

তখন হযরত আবুবাকার সিদ্দিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন যদি আমার কাছে তলোওয়ার থাকতো তাহলে তাকে হত্যা করেদিতাম। তখন উক্ত আয়াত শরীফটি নাযিল হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন এটা হযরত আবু ওবাইদা যার্‌রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু শানে নাযিল হয়েছে। উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু ওবাইদা যার্‌রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তার পিতা আবদুল্লাহ্ বিন জারাহকে যখন হত্যা করেদেন তখন এই আয়াত শরিফ নাযিল হয়।

এই আয়াত শরীফের আরো একটি ব্যাখ্যায় আছে হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে তার পুত্র আব্দুর রহমান এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চান কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দেন নি।এই আয়াত শরীফটি হযরত মুসাইব বিন উমায়ের রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর শানে নাযিল হয়েছে যখন তিনি উহুদের যুদ্ধে তার নিজের ভাই উবাইদা বিন উমায়েরকে হত্যা করেছেন।

এই আয়াত শরীফটি হযরত উমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর শানে নাযিল হয় যখন বদরের যুদ্ধে হযরত উমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু নিজের মামা আল আস বিন হিসাম বিন মুগীরাকে হত্যা করেছিলেন।---

(সিরাতে ইবনে হিসাম খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-৩২৪, প্রকাশণায় দারুল ইহ্ইয়াতুস তুরাসিল আরাবিয়া বিরুত,১৪১৫হিঃ)।

পরিশেষে বলি এধরনের ভুরি ঘটনা আছে যে,সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণ কিধরণের মুহাব্বাত হুযুর আলাইহিস সালামের প্রতি রেখেছেন তা সম্পূর্ণ বর্ণনা করতেগেলে কয়েকটি দফতর শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তা শেষ করা যাবে না। আমরা তখনই পরিপুর্ণ মুমিন হতে পারবো যখন হুযুর আলাইহিস সালামকে সঠিকভাবে ভালবাসতে পারবো এবং তার শত্রুদের সাথে সমস্ত রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবো। ইয়া আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমার প্রিয় মাহবুবের অসিলায় হুযুর আলাইহিস সালামকে সঠিকভাবে ভালবাসার এবং তার শত্রুদের সাথে সমস্ত রকমের সম্পর্ক ছিন্ন করার তাওফিক্ব দান করুন। আমিন বি জাহি সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বোখারী শরীফের হাদিস হতে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অদৃশ্য জ্ঞান

মহান করুনাময় আল্লাহ স্বীয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে গায়েব তথা অদৃশ্য জ্ঞান প্রদান করেছেন যা কোরান শরীফের আয়াত সমূহ ও হাদিস শরীফ হতে সাব্যস্ত। অনুরূপ বোখারী শরীফেও অসংখ্য হাদিস দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অদৃশ্য জ্ঞানের প্রমাণ মেলে। আলোচ্য অধ্যায়ে বোখারী শরীফের শুধুমাত্র দুটি হাদিস প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা হল ঃ-

প্রথম হাদিস

١١٦ - حدَّثنا سَعيدُ بنُ عُفَيرٍ قال: حدَّثني اللَّيثُ قال: حدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ خالدٍ عن ابنِ شِهابٍ عن سالمٍ وأبي بَكرِ بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمةَ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: صلَّى بنا النبيُّ ﷺ العِشاءَ في آخرِ حَياتِهِ ، فلمَّا سَلَّمَ قام فقال: «أرَأيتكمْ لَيلَتكمْ هٰذِهِ ، فإنَّ رأسَ مِئةِ سَنةٍ منها لا يَبقى مِمَّنْ هوَ عَلَى ظَهرِ الأرضِ أحَدٌ». [الحديث ١١٦ - طرفاه في: ٥٦٤ ، ٦٠١].

অনুবাদঃ- হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাহিরী জীবনের শেষ পর্যায়ে আমাদের নিয়ে ইশার নামায আদায় করলেন। সালাম

ফেরানোর পর রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দন্ডায়মান হয়ে ফরমালেন ঃ তোমরা কি তোমাদের এই রাত্রির অবস্থা দেখলে ? কারণ এর ঠিক একশত বছর পর যে সকল লোক যমীনের মধ্যে রয়েছে তাদের আরকেও অবশিষ্ট থাকবে না। (বোখারী হাদিস ১১৬;৫৬৪;৬০১ মুসলিম শরীফ ৪৪/৫৩)

টীকা ঃ- উক্ত হাদীসের মধ্যে ওই সকল ব্যক্তিবর্গের কথা বলা হয়েছে যারা সেই সময় হুযুরের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। ব্যতিক্রম ওই সকল লোক যাদের জন্ম পরে হয়েছে। এমনকি ব্যতিক্রম হলেন হযরাত ইসা আলাইহিস সালাম যিনি আসমানে রয়েছেন,হযরাত খিযীর ও হযরাতে ইলিয়াস যাঁরা অদৃশ্য রয়েছেন অনুরূপ অনুরূপ ব্যতীক্রম হল মরদুদ ইবলিস সহ অন্যান্য জীন সম্প্রদায়। তারিখের পূস্তকে বিদ্যমান যে,সবচেয়ে শেষ সাহাবী হযরাত আবু তুফাইল আমীর বিন ওয়াসিলা যিনি ১১০ হিজরীতে ওফাত পান । সুতরাং এই হাদীস হল হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইলমে গায়েব দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় হাদিস

١١٩ ـ حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ أبو مُصْعَب قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ بن دِينارٍ عنِ ابنِ أبي ذِئب عن سَعيدٍ المَقْبُريِّ عن أبي هُرَيرةَ قال: قلتُ يا رسُولَ اللهِ ، إنِّي أَسْمَعُ منكَ حَديثاً كثيراً أَنْساهُ. قال: ابسُطْ رِداءَكَ. فَبَسَطْتُه. قال: فَغَرَفَ بِيَدَيهِ ثمَّ قال: ضُمَّهُ ، فَضَمَمْتُهُ ، فما نَسيتُ شيئاً بعدَه.

অনুবাদঃ- হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনার নিকট হতে অনেক হাদীস শ্রবণ করি কিন্তু ভুলে যাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন ঃ তোমার চাদর মেলে ধর। আমি তা মেলে ধরলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'হাত কে মুষ্টিবদ্ধ করে তাতে কিছু ঢেলে দিলেন। পুণরায় ইরশাদ করলেন ঃ এটা তোমার বুকের সাথে লাগাও। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। অতঃপর আর কক্ষণই ভুলিনি। (বোখারী শরীফ হাদিস ১১৯)

টীকাঃ- উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়-হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরাতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইলমে গায়েব প্রদান করেছিলেন। (নুযহাতুল ক্বারী ৪৬৭ পৃঃ)

গ্রাম্যাঞ্চলে জুমার পর জোহরের নামায জামায়াত সহকারে আদায় করা জরুরী

--নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

একথা ধ্রুব সত্য যে,সকল ইবাদতের তুলনায় নামায হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র কোরানুল কারিমের মধ্যে ইরশাদ করেন,'আমার চর্চা করার জন্য নামায কায়েম কর।' আর জুমার নামাযও হল ঐ ইবাদতের অর্ন্তভুক্ত,যা ইসলামের একটি উত্তম নির্দশন। যার শর্তসমূহ হল নামাযের চেয়েও অধিক। জুমার নামায আদায়ের শর্ত সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল শহর কিংবা ফানায়ে শহর (শহরতলি) হওয়া। আর এই শর্তটির প্রমান হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিস হতে মেলে।

"لا جمعة ولا تشريق ولا صلوٰة فطر ولا اضحىٰ إلا فى مصر جامع.**"** **যার অর্থ হল-জুমা, তাশরিক এবং উভয় ঈদ বড় শহরের জন্য সঠিক।[১] হানাফী মাযহাবের ওলামাদের মধ্যে এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে যে,জুমার নামায সহীহ হওয়ার জন্য শহর কিংবা ফানায়ে শহর(শহরতলি) হওয়ার জরুরী। হেদায়া ইত্যাদি মাসলা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে -জুমার নামায সঠিক নয়, কিন্তু শহর কিংবা শহরতলির জন্য; গ্রামাঞ্চলের জন্য নয়। (দুররে মুখতার,হেদায়া, কুদুরী ও ফাতওয়া আলমগিরী)**

'ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া'র মধ্যে বিদ্যমান-হানাফী মাযহাব অনুযায়ী জুমার ফরয,জুমার বৈধতা,জুমার সঠিকতার জন্য শহর হওয়া হল শর্ত। গ্রামাঞ্চলে না জুমা ফরয,না সেখানে জুমা আদায় করা বৈধ। যদি আদায় করা হয় তাহলে তা নফল নামায হবে এবং যা শরীয়তের খেলাফ করে জামায়াত সহকারে আদায় করা হয়। জোহরের নামায কক্ষণই তাদের দায়িত্ব হতে মুকুব হবে না। সেক্ষেত্রে জুমা আদায়কারী বিভিন্ন প্রকার গুণাহায় পতিত হবে। এখন জানা প্রয়োজন যে তাহলে প্রকৃত জুমার নামায আদায় কোথায় সঠিক হবে? এ প্রসঙ্গে হুযুর আলা হযরত যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হলঃ-

প্রথমতঃ- স্থানটি যদি পরগণা হয়,তার সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চল থাকে, আর এর পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে সুলতানের পক্ষ থেকে হাকীম মনোনিত থাকেন, যিনি বিবাদ মেটানো ও ফায়সালা, মুকাদ্দমা প্রভৃতির জন্য নিযুক্ত হন। যেমন তাহসিলদার প্রমূখ ; সেক্ষেত্রে তা শহরের অন্তর্ভূক্ত এবং সেখানে জুমা ও ঈদ-বাকরীদ আদায় করা জরুরী। আর সেখানে জুমা ও ঈদ ক্বাযা করা হল গুনাহের কাজ।

দ্বিতীয়তঃ- যদি তা পরগণা না হয়,কিংবা কোন হাকীম মুকাদ্দামা প্রভৃতির জন্য নিযুক্ত না থাকেন। কিন্তু পূর্বে ইসলামী সুলতানের সময়ে ঐরূপ ছিল । তখন হতেই সেখানে জুমা কায়েম ছিল। তাহলে সেসব স্থানে এখনও জুমা আদায় করতে হবে (এর প্রমান 'সালাতে মাসউদি' বাব নং ৩৩ এর মধ্যে এরূপই বর্ণিত হয়েছে)। ১.মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাজ্জাক ১/১০১ পৃঃ

তৃতীয়তঃ- উল্লেখিত দুই প্রকার ব্যতিরেখে মাযহাবে হানাফী অনুয়ায়ী সেখানে জুমা এবং ঈদ নেই, তবুও যদি বহুদিন হতে হয়ে আসে তাহলে তা বন্ধ করা বৈধ হবে না ।

বিঃ দ্রঃ- একটি 'রেওয়াতে নাদেরা' অনুযায়ী - ঐ আবাদি যেখানে অধিক সংখ্যক মুসলমান-পুরুষ, আক্বীল,বালিগ ও সুস্থ ব্যক্তির বসবাস, যাদের উপর জুমা ফরয রয়েছে এবং তারা সেখানের বড় বড় মাসজিদে একত্রিত হলে জায়গা দেওয়া সম্ভব হয়না। সেই অঞ্চলও জুমা সহীহ হওয়ার জন্য শহর ধারণা করা হয়। যেরুপ ভাবে ইমাম আকমাল উদ্দিন বাবুরতি 'ইনায়া' শারহে হিদায়ার মধ্যে বর্ণনা করেছেন-যে গ্রামে এরূপ অবস্থা পাওয়া যায় সেখানে 'রেওয়াতে নাদেরা' মোতাবিক জুমা ও উভয় ঈদ আদায় করা যেতে পারে; যদিও এই হুকুম আসল মাযহাবের খেলাফ,কিন্তু একদল মুতা'আখির (পরবর্তী) ওলামা এটি গ্রহন করেছেন।

চতুর্থতঃ- এবং যেখানে উল্লেখিত কোনটিই পাওয়া যায়না, সেখানে কক্ষণই জুমা কিংবা ঈদ-বাকরীদ 'হানাফী মাযহাব' অনুযায়ী জায়েজ নেই বরং গুনাহ। ...(আল্লাহ পাক অধিক জ্ঞানী) (সূত্রঃ-ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৭৪৪)

♣ উপরিক্ত প্রকারভেদ সমূহের পরিপেক্ষিতে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে সেগুলি হলঃ-

১. প্রথম প্রকারঃ- যা শহর বলে গণ্য সেখানে জুমা আদায় , ঈদ-বাকরীদ করা হল ফরয;

২.দ্বিতীয় প্রকারঃ- যা পূর্বে শহর ছিল ফলতঃ জুমাও কায়েম ছিল এবং এখনও পর্যন্ত সেখানে জুমা হয়ে আসছে, কিন্তু বর্তমানে কোন প্রকার হাকীম সেখানে নেই ,সেক্ষেত্রে সেখানেও জুমা আদায় করতে হবে।

৩.তৃতীয় প্রকারঃ- যেগুলি 'রেওয়াতে নাদিরা' অনুযায়ী শহর গণ্য এবং সেখানে জুমার নামায হয়;সেখানে জুমা বন্ধ করা যাবে না।

৪.চতুর্থ প্রকারঃ- যে সকল আবাদী উপরিক্ত তিন প্রকারের মধ্যে পড়েনা অর্থাৎ যা হল পল্লীগ্রাম এলাকা, সেখানে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী জুমা ও ঈদাইন আদায় করা সঠিক নয়; কিন্তু সাধারণ লোক যদি আদায়

করে তাহলে তাদের বারণ করাও অনুচিত। তাদেরকে নম্রভাবে বোঝাতে হতে যে, তোমাদের উপব জোহরের নামায হল ফরয,এবং তা জামায়াত সহকারে আদায় করা হল ওয়াজিব। (আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞাত)
(উক্ত মাসলা হুযুর তাজুশ্‌শরীয় ও আল্লামা জিয়াউল মুস্তাফা সাহেব কতৃক প্রদও; যখন উভয় হযরত ফায়সাল বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন)।

পরিশেযে বলি, পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ গ্রাম উপরিক্ত ভাগের চার নম্বর ভাগের পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ, পল্লীগ্রাম এলাকা, সেখানে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী জুমা ও ঈদাইন আদায় করা সঠিক নয়; কিন্তু সাধারণ লোক যদি আদায় করে তাহলে তাদের বারণ করাও ঠিক নয়। তাদেরকে নম্রভাবে বোঝাতে হবে এবং জুমার পর জামায়াত সহকারে জোহর আদায়ের উপর জোর দিতে হবে। (আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞাত)

মাসলা মাসায়েল

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

মাসআলা নং ১ ঃ- যদি কোন দেওবন্দী কোন সুন্নী মাসজিদে টাকা দান করে কিংবা কোন বস্তু যেমন ইনভার্টার প্রভৃতি দান কবে, সে জিনিস কি মাসজিদে লাগানো জায়েয হবে কী-না ? (**9641032574**), আশুড়িয়া, বীরভূম।

উত্তরঃ- اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

দেওবান্দী তথা ওহাবীরা শানে উলুহীয়াত ও শানে রিসালাতে গুস্তাখী করার জন্য কাফের ও মুরতাদ। তাদের নিকট হতে দ্বীনি বিষয়ে সাহায্য নেওয়া ঠিক নয়। তথাপি যদি তারা স্বেচ্ছায়, কোনরূপ শর্ত ব্যতীত মাসজিদে কিছু প্রদান করে,তাহলে তা নেওয়া বৈধ।

সুতরাং, তাদের প্রদেয় অর্থ কিংবা কোন বস্তু যেমন -ইনভার্টার ব্যবহার করা জায়েয। হুযুর আলা হযরাত কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয ইরশাদ করেন,

"اگر اس (کافر) نے مسجد بنوانے کی صرف نیت سے مسلمان کو روپیہ دیا یا روپیہ دیتے وقت صراحۃً کہہ بھی
دیا کہ اس سے مسجد بنوا دو، مسلمان نے ایسا ہی کیا تو وہ ضرور مسجد ہوگئی اور اس میں نماز پڑھنی درست ہے لانہ انما
یکون اذ ناللمسلم بشراء الا لات للمسجد بمالہ" (۳) واللہ تعالیٰ اعلم

ফাতওয়া আলিমীয়ার মধ্যে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, কোনরূপ শর্ত ব্যতীত ও নিজেদের আক্কীদার সন্নিবেশ না ঘটানোর শর্তে যদি কিছু চাঁদা ইত্যাদি প্রদান করে, তাহলে তা গ্রহণে দ্বিধা নেই। [২]

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

১. ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ৬/৪৭৩, কেতাবুল ওক্‌ফ ২. আলিমীয়া ২/৪৭১

মৃতব্যক্তির নামে ক্বুরবানী করা বৈধ

মাসআলা নং ২ ঃ- কি বলছেন ওলামায়ে কেরাম নিম্নের মাসলা প্রসঙ্গে, মৃত ব্যক্তির নামে ক্বুরবানী দেওয়া চলবে কী না? মৃত ব্যক্তির তরফ হতে কৃত ক্বুরবানীর গোস্ত কিভাবে বন্টন করা হবে ?

উত্তর ঃ - মৃত ব্যক্তির তরফ হতে ক্বুরবানী করা বৈধ। যেরূপভাবে আলা হযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন- ক্বুরবানী আল্লাহর তা'য়ালার জন্য এবং এর সাওয়াব যতইচ্ছা মুসলমানদেব পৌঁছানো যেতে পারে, যদিও তা সাধারণ মৃতদের উদ্দেশেই হোক না কেন; তাহলেও ক্বুরবানী বৈধ হবে। (ফাতওয়া রেজবীয়া ৮/৪৬৬ পৃঃ) মৃত ব্যক্তির নামে কৃত ক্বুরবানীর গোস্ত বন্টনের নিয়ম, সাধারণ ক্বুরবানীর গোস্ত বন্টনের ন্যায় হবে। অর্থাৎ, তিন ভাগে বিভক্ত করে একভাগ নিজের জন্য, অপর একভাগ আত্বীয়স্বজনের জন্য এবং অবশিষ্ট একভাগ ফকীর মিসকীনদের জন্য। (ফাতওয়া রেজবীয়া ৮/৪৬৬ পৃঃ) তবে হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তি যদি ক্বুরবানী করার ওসিয়াত করে যায় তাহলে সমগ্র অংশই সাদকা করে দিতে হবে। (ফাতওয়া রেজবীয়া ৮/৪৬৬ পৃঃ) (আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী)

কুঁয়োর মধ্যে সাঁপ মরে গেলে তার ষ্টকুম

মাসআলা নং ৩ ঃ- কি বলছেন ওলামায়ে কেরাম নিম্নের মাসলা প্রসঙ্গে, কুঁয়োর মধ্যে সাঁপ মরে গেলে তার জন্য শরীয়তে ষ্টকুম কি রয়েছে? (মহাল,পশ্চিম বর্ধমান)

উত্তরঃ - সাঁপ যদি পানির জন্ম হয় এবং কুঁয়োর মধ্যে মরে যায়, কিংবা মরে কুঁয়োর মধ্যে পড়ে যায় এবং ফুলে ফেটে যায় তাহলেও পানি পাক থাকবে,সেই পানি দ্বারা ওযু গোসল জায়েয;কিন্তু যদি টুকরো টুকরো হয়ে তার অংশ পানিতে মিশে যায়,তাহলে সেই পানি পান করা বৈধ হবে না। যেরুপ ভাবে দুররে মুখতারে বর্ণিত হয়েছে-

"لان حية الماء لاتفسد الماء مطلقاهكذا فى رد المحتار:(١٢٤/١)

অর্থাৎ,পানির সাঁপ দ্বারা সাধারণত পানি নাপাক হয়না। কিন্তু সাঁপ যদি স্থলের হয়,আর যার মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা যদি কুঁয়োর মধ্যে মরে যায় এবং ফুলে ফেঁপে ফেটে যায়,তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এর জন্য কুঁয়োর সমস্ত পানি বের করে দিতে হবে। আর যদি জানতে না পারা যায় যে সাঁপটি জলের না স্থলের সেক্ষেত্রে জ্ঞাত হওয়া মাত্রই কুঁয়ো অপবিত্র হওয়ার হুকুম হবে। আর এর উপরই ফতোয়া দেওয়া হবে। যেরুপভাবে দুররে মুখতারে এসেছে-

"وقالا من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله قيل وبه يفتىٰ"

সুতরাং,জ্ঞাত হওয়ার পূর্বের নামায সমূহ পুনরায় আদায়ের প্রয়োজন নেই।এমনকি, তার পূর্বে কাপড়ের মধ্যেও পানি লাগলেও তার ধৌত করার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ,জ্ঞাত হওয়ার পর পানি শরীরে কিংবা কাপড়ে লাগলে তা পাক করতে হবে। এমনকি জ্ঞাত হওয়ার পর ঐ পানি দ্বারা খাবার রান্না করলে তা কুকুরকে খাইয়ে দিতে হবে। দুররে মুখতারে ঐরূপই বর্ণিত হয়েছে। (আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী)

মেহরাব মাসজিদেরই অংশ

মাসআলা নং ৪ ঃ- কি বলছেন ওলামায়ে কেরাম নিম্নের মাসলা প্রসঙ্গে, ১.মেহরাব কি মাসজিদের অংশ নয়? ২.ইমাম সাহেব সম্পূর্ণরূপে মেহরাবের মধ্যে প্রবেশ করলে কি নামায বৈধ হবে? (মাহফুজ আলাম, মালদা)

উত্তর ঃ - اللهم هداية الحق و الصواب

১. অধিকাংশ ফাতওয়ার পুস্তকে বিদ্যমান মেহরাব হল মাসজিদেরই অংশ। (ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ৩/৪৩৫ পৃষ্টা; কুতুবে আম্মা)

২.অকারণে ইমাম সাহেব সম্পূর্ণভাবে মেহরাবের মধ্যে প্রবেশ করলে নামায মাকরুহ হবে। যেরূপভাবে ইমামে আহলে সুন্নাত আক্কায়ে নেয়ামত হুযুর আলা হযরত ইরশাদ করেন-

محراب میں بلاضرورت کھڑا ہونا بھی ایسا ہی مکروہ

মেহরাবের মধ্যে অকারণে দাঁড়ানো হল এমনই মাকরুহ। (ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া মাসলা নং ৮৭৯) তবে হ্যাঁ, মেহরাব হতে একটু পিছিয়ে মাসজিদে দাঁড়ালে এবং মেহরাবের মধ্যে সাজদা করলে নামায সঠিক হবে। (আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী)

মাসআলা নং ৫ ঃ- কি বলছেন উলামায়ে কেরাম নিম্নের মাসলা প্রসঙ্গে, ১. কেরাম খেলা ইমাম সাহেবদের যাবে কী না ? দলীল সহকারে উত্তর দেবেন। ২. ইমাম সাহেবদের ক্রিকেটখেলা বা মোবাইলে খেলা দেখা যাবে কী না? দলীল সহকারে উত্তর দেবেন। (মনোহর, সুজাপুর, বর্ধমান)

উত্তরঃ - اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّاب اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَاب

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كل لهو المسلم حرام الا من ثلث. ركوب الفرس وملاعبة المرأة والرمى.

অর্থাৎ, ঘোড়া দৌড়,নিজ স্ত্রীর সহিত পারস্পরিক খেলা এবং তীরন্দাজ ব্যতীত সকল প্রকার খেলা হল মুসলমানদের জন্য হারাম।

উক্ত হাদিসের দ্বারা এটা পরিষ্কার যে, ক্রিকেট খেলা, কেরাম খেলা হল হারাম। আর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হোক কিংবা কেরাম, এসকল খেলায় অর্থের হার জিৎ থাকলে সেটি জুয়াতে পরিণত হবে। সাথে সাথে এ খেলার সহিত শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ থাকে, যা কঠিন পর্যায়ের হারাম ক্রিয়া।

অতএব, এই প্রকার কর্মের সহিত যুক্ত থাকা ব্যক্তি সাধারণ হোক কিংবা মাসজিদের ইমাম সে হল ফাসিকে মু'লিন। ইমাম এরূপ নাজায়েয হারাম ক্রিয়ায় যুক্ত থাকলে তার পিছনে নামায পড়া হল মাকরুহ তাহরিমী অর্থাৎ পুণরায় নামায আদায় করতে হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১. দুররে মানসুর ৩/১৯৩ পৃঃ

ওহাবী পরিচিতি (প্রশ্ন ও উত্তর সহকারে)

প্রশ্নঃ- ওহাবী কারা?

উত্তরঃ- মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নাজদির অনুসারীদের ওহাবী বলা হয়।

প্রশ্নঃ-. ওহাবী ব্যতীত তাদের আরও কী অন্য কোন নাম আছে?

উত্তরঃ- হ্যাঁ, তারা আরও চারটি নামে পরিচিত। যেগুলি হল-ওহাবী,নাজদী,আহলে হাদিস ও গায়ের মুকাল্লিদ।

প্রশ্নঃ- তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের কারণ কি?

উত্তরঃ- তাদেরকে 'ওহাবী' এই কারণে বলা হয় কারণ তারা তাদের আব্বাজান মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদীর বাতিল মাযহাবের উপর দন্ডায়মান। 'নাজদী' এই কারণে বলা হয় কারণ নাজদ প্রদেশে এদের উত্থান। 'আহলে হাদিস' এই কারণে বলা হয় কারণ এদের প্রকৃত ওজন হল আসলে আহলে খবিশ,আর সেই একই ওজনে হয় আহলে হাদিস; নিজেদের অপকর্ম ও বাতিল আক্বীদাকে লুক্কায়িত করার উদ্দেশ্যেই এরূপ নামকরণ। 'গায়ের মুকাল্লিদ' তাদেরকে এই কারনে বলা হয় তারা আয়েম্মা আরবা অর্থাৎ চার ঈমাম-হযরত ইমামে আযাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু,; হযরত ইমাম মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু,হযরত ইমাম শাফিই রাদিয়াল্লাহু আনহু,হযরত আহমাদ বিন হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-দের তাকলিদ করাকে অস্বীকার করে। এমনকি যারা তাকলিদ করে তাদেরকে এরা মুশরিক বলে জ্ঞাত করে।

প্রশ্নঃ- ওহাবীদের প্রধান ধারণা কি?

উত্তরঃ-এই বাতিল জামাতের প্রধান ধারণা ও আক্বীদা হল-১.যারা মাযহাব মানে অর্থাৎ হানাফী,শাফেই, মালিকী ও হাম্বিলী ইমামদের তাকলিদ করে তারা হল মুশরিক ও বেদাতী।

প্রশ্নঃ- যারা ইজতেহাদে আয়েম্মা না মানে তাদের জন্য শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তরঃ-ফাতওয়া আলমগিরীর মধ্যে বিদ্যমান যারা ইজতেহাদের অস্বীকার করে তারা কাফের এবং খারিজে ইসলাম অর্থাৎ ইসলাম হতে বর্হিভূত।

প্রশ্নঃ- এই ওহাবী জামায়াতের প্রধান প্রধান কয়েকটি আক্বীদা বর্ণনা করুন?

উত্তর ঃ- ওহাবীদের কোরান ও হাদিস বিরোধী বাতিল আক্বীদার সংখ্যা হল অসংখ্য; এখানে কয়েকটি বর্ণনা করা হলঃ-

১. আল্লাহ তা'য়ালার জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব (সিয়ানাতুল ইমান ৫ পৃঃ)

২. আম্বিয়াদের দ্বারা ভুল ক্রিয়াও আহকামে অন্তর্ভূক্ত (রাদ্দে তাকলিদ ১২ পৃঃ)

৩. শুধুমাত্র হাদিসে মুতাওতির ব্যতীত হযরাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মুজিযার প্রমাণিত নেই (দলীলে মুহকাম -নাজির হোসেন)

এ সকল ছাড়াও তাদের নিকট ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা,দরুদ শরীফ পাঠ করা,আওলিয়াদের মানা,আওলিয়াদের মাযারে যাওয়া,মিলাদ শরীফ পাঠ করা প্রভৃতি হল শিরক্ ও কুফর।

প্রশ্নঃ- এদের বাহ্যিক কিছু আলামত আছে কি?

উত্তরঃ-হ্যাঁ, এরা নামাযে রাফা ইয়াদাইন করে,জোর স্বরে আমিন বলে,বুকেতে হাত বাঁধে,বাঁহাত কনুই পযর্ন্ত ডান হাত কে বাধেঁ,দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থলে অধিক ফাঁক রাখে।

প্রশ্নঃ-এরা নামাযের মধ্যে কিরূপ দন্ডায়মান হয়?

উত্তরঃ- যেরূপভাবে উট পেচ্ছাব করার সময় পা কে ছড়িয়ে দাড়াঁয় অনূরূপ।

প্রশ্নঃ-মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব হল নাজদী বাসী, ভারতে ওহাবীর সূত্রপাত কে ঘটায়?

উত্তরঃ- মৌলুবী ইসমাইল দেহেলবী,যে মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদী লিখিত পুস্তক 'কেতাবুত তাওহিদ' এর ব্যখ্যা করে তাকবীয়াতুল ইমান রচনা করে। যা আসলে হল ইমান নাশক পুস্তক।

প্রশ্ন ঃ-ভারতবর্ষে কয়েকজন ওহাবীবাদের প্রচার ও প্রসারকের নাম কী?

উত্তরঃ- ইসমাইল দেহেলবী,নবাব সিদ্দিক হাসান ভুপালি,নাজির হোসাইন দেহেলবী,মৌলুবী সানাউল্লাহ অমৃতসরী,সৈয়াদ আহমাদ রায়বেরেলি,ক্বাসেম নানুতবী ।

প্রশ্নঃ-শরীয়তের খেলাফ কোন মাসলা এরা বায়ান করে কী?

উত্তরঃ- পূর্বে বর্ণিত সহীহ আক্বায়েদের খেলাফ মাসলা বর্ণনার সাথে সাথে আরও বহু শরীয়তের বিপরীত মাসলা এরা বায়ান করে ; যেমনঃ- ১.একবারে তিন তালাক দিলে এক তালাকই পতিত হবে;

১.একবারে তিন তালাক দিলে এক তালাকই পতিত হবে;

২.বিত্‌র নামায হল এক রাকায়াত;

৩.,সফরের মধ্যে একত্রে অনেক নামায আদায় বৈধ;

৪.তারাবীহ নামায হল আট রাকায়াত;

৫.মহিলাদের অলঙ্কারে যাকাত নেই;

৬. মনি হল পাক;

৭.কাফেরদের জবাহকৃত পশু হালাল;

৮. দুধের কড়াইয়ে যদি বাচ্চা ছেলের পেচ্ছাব পড়ে যায় তবে তা পাক থাকবে;

৯.শুকরের পেচ্ছাব ব্যতীত সকল জানোয়ারের পেচ্ছাব পবিত্র

১০. ঋতু অবস্থাতেও মহিলাদের জন্য কোরান পড়া বৈধ;

১১. কচ্ছপ,কাকঁড়া প্রভৃতি খাওয়া হল বৈধ।

প্রশ্নঃ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব নাজদীর আক্বীদা কিরূপ ছিল ?

উত্তর ঃ -মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নাজদীর আক্বীদাঃ-

১.মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর, তাঁর অন্যান্য পবিত্র স্থান,তাবারুক কিংবা কোন নবী ওলীর কবর স্থান ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ভ্রমন করা শিরক। (কিতাবুত তাওহিদ ১২৪ পৃঃ)

২. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব বলেছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মাযার ধুলিসাৎ করার যোগ্য , আমার সামর্থ্য থাকলে নবীজির কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত গম্বুজ ধ্বংস করে দিতাম। (বারাহীন ১০ পৃঃ)

৩.আমার লাঠি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উত্তম কারণ ওই লাঠি সাপ মারতে সাহায্য নেওয়া হয় কিন্তু তিনি মরে গেছেন তার হতে কোন সাহায্যও পাওয়া যায় না। (বারাহিন ১০৩ পৃঃ)

৪. যে ইয়া রাসুলাল্লাহ,ইয়া আব্বাস ,ইয়া আব্দুল ক্বাদের ইত্যাদি বলবে এবং তাদের হতে মাদাদ চাইবে-যা শুধু আল্লাহ দিতে পারেন-যেমন রোগীকে রোগমুক্ত করা,দুশমন হতে হেফাযত ,মুসিবাত হতে হেফাযত ইত্যাদি সে সবচেয়ে বড় মুশরিক। তার জন্য হুকুম হল-তাকে হত্যা করা বৈধ। তার মাল-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা বৈধ। এরূপ আক্বীদা ওই রূপ ব্যক্তিদের জন্যও বর্তাবে যারা এরূপ মন্তব্য কররে,আল্লাহ তায হারাম আউর হাম -১৮ পৃঃ)

প্রশ্নঃ-ওহাবীরা কাকে হাদিস শরীফের হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে অধিক প্রাধান্য দেয়?

উত্তরঃ- নাসিরুদ্দিন আলবানীকে ।

প্রশ্নঃ-নাসিরুদ্দিন আলবানীর আক্বীদা কি কোরাণ ও হাদিস সম্মত ছিল?

উত্তরঃ-ওহাবীবাদের প্রসারক ও বহু সহীহ হাদিস শুধুমাত্র নিজের ধারণা দ্বারা দূর্বল হাদিসের মধ্যে গণ্যকারী কুখ্যাত নাসিরুদ্দিন আলবানীর আক্বীদা ছিল কোরাণ ও হাদিস বিরোধী। এখানে আলবানীর কয়েকটি ভ্রান্ত আক্বীদা তারই পুস্তক হতে উত্থাপন করা হলঃ-

১. দাওয়াতে সালফিয়ার সূত্রপাতকারী হল আল্লাহ। (ফাতওয়া আলবানী ১৮ পৃঃ)

২.আল্লাহ তায়ালার দুটি চক্ষু বিদ্যমান। (আল ফাতওয়া কুয়েতীয়া লিল আলবানী ৪৩ পৃঃ)

৩. আল্লাহ তায়ালা জাং বর্তমান। (সিলসিলাতিল আহাদিসিস সহীহা; হাদিস নং ৫৮৩ , ২/১২৮ পৃঃ)

৪. আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতই হাত রয়েছে। (কেতাবু শাইখ আলবানি-মুহাম্মাদ বিন সুরুর শা'বান ২১৬ পৃঃ)

৫.হাসা হল আল্লাহ তায়ালা সেফাতের অর্ন্তভূক্ত। (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা ; হাদিস নং ২৮১০ ,১/৭৩৭ পৃঃ)

৬.আশ্চর্য হওয়া হল আল্লাহ আজ্জা ও জাল্লের সেফাতের অর্ন্তভূক্ত। (আশ্‌শেয়খ আলবানী পৃ ২৪৩)

৭.ঈমান হল এটাই যে,আল্লাহু সুবহানাহু তায়ালা আসমানে রয়েছেন। (আল হাবী মিন ফাতওয়া শাইখ আলবানী ১/৪৩ পৃঃ)৮. আম্বিয়াদের জন্য ইসমাত (গুনাহ হতে পবিত্র হওয়া) মুতলাক (সাধারণ) ইসমাত নয়। (ফাতওয়া আলবানী ফিল মাদিনাতি ওয়াল ইমারত ১৮ পৃঃ)

৯. আম্বিয়া ও রসুলরাও সাগিরা গুনাহ ও পাপ করতে পারে। (ফাতওয়া কুয়েতিয়া লিল আলবানী,২৯ ও ৩১ পৃঃ) । .....(চলবে)

ক্বুরবানী মাসলা মাসায়েল

নির্দিষ্ট পশু নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর ওয়াস্তে সাওয়াবের নিয়তে জাবেহ করাটা হচ্ছে ক্বুরবানী। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সামর্থ্য থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি এই ইবাদত পালন করে না তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে, যার সমর্থ রয়েছে অথচ ক্বুরবানী করলনা সে আমার ঈদগাহে নিকট আসবে না।[১]

ক্বুরবানীর সূত্রপাত

হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বপ্নে দেখলেন যে,তিনি তাঁর . পুত্র কে যবাহ করছেন-আম্বিয়া আলাইহিস্‌সালামদের স্বপ্ন সঠিক হয়,ওহীয়ে ইলাহী হয়ে থাকে। তিনি জাগ্রত হয়ে স্বীয় পুত্রের নিকট স্বপ্নের কথা প্রকাশ করলেন। যেরূপ ভাবে কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে -(তরজমা)ঃ-হে আমার পুত্র ,আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি তোমাকে যবাহ করছি,এখন তুমি দেখো তোমার মত কী আছে ।

হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম উত্তর দিলেন যে, যা কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হুকুম দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ করুন। সূতরাং এই কথপোকথনের পর উভয়েই বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন,এজন্য যে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম হুকমে ইলাহীর মান্য করবেন। বাইরে গিয়ে স্বীয় পুত্র কে যবাহ করলেন অত:পর আসমান হতে আওয়াজ আসল,হে ইব্রাহীম তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যি করে দেখিয়েছ।

উক্ত পরীক্ষার পর আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালামের স্থলে একটি দুম্বা প্রদান করলেন, আর হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় পুত্রের স্থলে সেটি যবাহ করলেন। এইভাবে এর পরবর্তীতে হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সন্তানদের মধ্যে ক্বুরবানী করার প্রথা শুরু হয় এবং আজ পর্যন্ত তা চলে আসছে।

ক্বুরবানীর ফযীলত

হাদিস নং - ১- ঃ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এই সব ক্বুরবানী কি?ফরমালেন তোমাদের পিতা হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের

সুন্নাত। পুণরায় আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ আমাদের জন্য এর সাওয়াব কি আছে? ফরমালেন প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী রয়েছে। আরয করলেন এর জন্য হুকুম কি রয়েছে? ফরমালেন তার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী।[১]

হাদিস নং:২- উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমালেন তোমাদের পিতা হযরাত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত। পুণরায় আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ্ আমাদের জন্য এর সাওয়াব কি আছে? ফরমালেন প্রতিটি চুলেব পরিবর্তে নেকী রয়েছে। আরয করলেন এর জন্য হুকুম কি রয়েছে? ফরমালেন তার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে নেকী। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-ইয়ামে নহর অর্থাৎ দশ জিলহজ্বের দিন আদাম সন্তানদের কোন আমল রক্ত প্রবাহ (ক্বুরবানী করা) ব্যতীত অধিক উত্তম নয়। উক্ত পশু ক্বীয়ামত দিবসে স্বীয় শিং ,লোম এবং খুর সহ হাজির হবে। আর ক্বুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর নিকট কবুলের মর্যাদার পৌঁছে যায়। সুতরাং এটা (ক্বুরবানী) খুশির সহিত করো।

হাদিস নং-৩- ঃ হযরাত হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন,যে ব্যক্তি অন্তরে খুশির সহিত নেকীর অন্বেষনে ক্বুরবানী করে তা জাহান্নামের আগুন হতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।[২]

হাদিস নং-৪- তাবরানী হযরাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যে অর্থ ঈদের দিনে ব্যয় করা হয় তা হতে বেশি কোন অর্থ উত্তম নয়।

হাদিস নং -৫ -ঃ হযরাত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন যার সমর্থ রয়েছে অথচ ক্বুরবানী করলনা সে আমার ঈদগাহে নিকট আসবে না।

হাদিস নং-৬-ঃ উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন -যে জিলহজ্জার চাঁদ দেখল এবং তার ক্বুরবানী করার নিয়াত আছে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বুরবানী না করবে চুল ও নখ যেন না কাটে।

কার উপর ক্বুরবানী ওয়াজিব

প্রতিটি স্বাধীন মুসলমান, মুকীম, নেসাবের অধিকারীর উপর এটা ওয়াজিব।মুসাফির ও ফক্বীরের উপর ওয়াজিব নয়, তবে যদি ক্বুরবানী করে তবে তা বৈধ ।

কি পরিমাণ সম্পত্তি বা অর্থ থাকলে ক্বুরবানী ওয়াজিব হবে

মুল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়া দুশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন (৫২.৫) তোলা চান্দি বা বিশ দিনার অর্থাৎ সাড়ে সাত (৭.৫) তোলা স্বর্ণের মালিক হলে তার উপর ক্বুরবানী ওয়াজিব। আর এই সম্পত্তির অধিকারীকে মালিকে নেসাব বলা হয়।[১]

মালিকে নেসাবের হওয়ার জন্য বর্তমান হিসাব

বর্তমান সময়ে এক তোলার ওজন হল ১২ গ্রাম ৪৪১ মিলি গ্রাম (প্রায়)। এই হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দির ওজন হবে ৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম ।[২]

বর্তমানে যে ব্যক্তি 'র নিকট মুল ব্যবহারিক সামগ্রী ব্যতীত সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি (৬৫৩ গ্রাম ১৮৪ মিলি গ্রাম) মুল্য পরিমান অর্থ আছে সেই মালিকে নেসাব বলে গণ্য হবে।[৩]

কোন সময়ের মধ্যে মালিকে নেসাব হলে ক্বুরবানী ওয়াজিব হবে?

ক্বুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য শুধুমাত্র এতটাই জরুরী যে,ক্বুরবানীর দিনের মধ্যে মালিকে নেসাব হওয়া অর্থাৎ প্রকার প্রয়োজনীয় খরচ খরচাদি ব্যতীত সাড়ে বাহান্ন তোলা চান্দি বা প্রায় ২৭ হাজার টাকা অতিরিক্ত মজুত থাকা ।[৪]

মালিকে নেসাবের দেনা থাকলে ক্বুরবানী ওয়াজিব হবে কী- না?

মালিকে নেসাবের যদি দেনা থাকে এবং ওই দেনা পরিশোধ করলে যদি মালিকে নেসাব হওয়ার ঘাটতি দেখা দেয়,তাহলে তার উপর ক্বুরবানী ওয়াজিব হবে না।[১]

ক্বুরবানীর সময়ঃ

মোট তিনদিন ক্বুরবানী করা যায়। ১০ জিলহজ্ব তারিখের সুবহ সাদিকের সময় শুরু করে ১২ জিলহজ্ব তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে জিলহজ্বের দশ তারিখেই ক্বুরবানী করা উত্তম।[২]

মাসয়ালা:-শহরের জন্য ঈদের নামাযের পর ক্বুরবানী করতে হবে।

মাসয়ালা: :-ক্বুরবানীর দিনে ক্বুরবানী করাই হল জরুরী, কোন অন্য বস্তু এর পরিপূরক হতে পারবে না। যেমন কুরবানীর পরিবর্তে কোন ছাগল বা তার মূল্য সদক্বা করলে তা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু এর বদল হয় অর্থাৎ নিজেকেই কুরবানী করতে হবে এমন কথা নয় বরং অন্য কাওকে হুকুম দিলে যদি সে কুরবানী করে তাহলে তা হয়ে যাবে।৩

ক্বুরবানীর মুস্তাহাব

১. ক্বুরবানীর দিনে ঈদের নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া, ২. গোসল করা; ৩. ঈদের নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া; ৪. উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা; ৫. অন্য রাস্তাদিয়ে ফিরে আসা; ৬. খুশির প্রকাশ করা; ৭. পারস্পরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা; ৮. যার ক্বুরবানী দেওয়া প্রয়োজন তার জন্য জিলহিজ্বার চাঁদ রাত্রী হতে ক্বুরবানী করা পর্যন্ত চুল না কাটা মুস্তাহাব ।

ক্বুরবানীর পশু:

কুরবানীর পশু হল তিন প্রকার যথা:-১.উট ২.গরু ৩.ছাগল এবং এই সকল পশুর বিভিন্ন প্রকার ।

ক্বুরবানীর পশুর বয়স

উট পাঁচ বছর ,গরু ও মহিষ দুবছর ,ভেড়া ও ছাগলের বয়স এক বছরের অধিক হতে হবে । এর থেকে কম বয়সের নাজায়েজ,তবে এর অধিক বয়স হলে উত্তম। দুম্বা বা ভেড়ার ছয় মাস বয়সের বাচ্চা যদি এত টুকু বড় হয় যে দুর থেকে দেখলে এক বছর বয়সের মনে হয়,তাহলে সেটার কুরবানী জায়েয।[১]

মাসয়ালা:-কুরবানীর পশু মোটা তাজা এবং ভাল হওয়া চায়। দোষক্রটি মুক্ত হওয়া চায়। যৎসামান্য দোষ ক্রটি থাকলে কুরবানী হয়ে যাবে তবে মাকরুহ হবে।[২]

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা:-

উট, গরু ও মোষের জন্য সর্বাধিক ৭ জন শরীক হতে পাবে। কিন্তু শরীকদের মধ্যে কারও অংশ যেন

৭ভাগের কম না হয়;যদি কারও অংশ সাত ভাগের কম হয়ে যায় ,তাহলে কারও ক্বুরবানী বৈধ হবেনা। হ্যাঁ,যদি সাত ভাগের চেয়ে বেশী হয় তাহলে বৈধ হবে এবং এটা এক্ষেত্রে সম্ভব যখন একটি গরু কিংবা উটের ক্বুরবানীতে চার-পাঁচ কিংবা ছয় জন শরীক হয়.।

মাসয়ালা:-ছাগল,দুম্বা ও ভেড়ার শুধু একজনার জন্যই দেওয়া হবে।

পশুর মধ্যে যে যে ত্রুটি থাকলে ক্বুরবানী বৈধ হবে না

১. অন্ধ, কানা, চোখের এক তৃতীয়াংশ অন্ধ কিংবা এর অধিক।

২. কোন কানের এক তৃতীয়াংশের অধিক কাটা থাকা কিংবা জন্মগতই এরূপ হলে।

৩. লেজ এক তৃতীয়াংশ ভাগ কাটা থাকলে।

৪. এরূপ খোড়া হওয়া যে তিন পায়ের সাহারা নিয়ে চলতে পারে চতুর্থপা দ্বারা কোনভাবেই সাহারা নিতে পারেনা।

৫. দাঁত সম্পূর্ণ না থাকলে কিংবা দাতের অধিকাংশ ভেঙ্গে গেলে।

৬. শিং সম্পূর্ণ গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেলে,

৭. এমন অসুখ যার দ্বারা সম্পূর্ণ অপারগ,যার দুধের থান সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে অর্থাৎ দুধ দেওয়ার কাবিল না থাকলে,

৮. এমন অসুখ যে ঘাস খেতে পারে না।

৯. হিজরা জাতীয়, আবর্জনা ভোজীইত্যাদি দোষযুক্ত পশুর কুরবানী জায়েয নাই।[৩]

মাসয়ালা:-জন্মগত শিংবিহীন হলে জায়েয আছে। অবশ্য যদি শিং ছিল কিন্তু ভেঙ্গে গেছে,তাহলে মজ্জা সহ ভেঙ্গে গেলে না জায়েয,আর এর থেকে কম ভাঙ্গলে জায়েয।

ক্বুরবানীর গোস্ত বন্টন

ক্বুরবানীর গোস্ত তিন ভাগ করা হবে। একভাগ ফক্বীর,গরীবের জন্য;দ্বীতিয়ভাগ আত্নীয় স্বজন,বন্ধু-বান্ধব এবং একভাগ নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য। পরিবার যদি বড় হয়,তাহলে সমস্ত অংশই নিজেদের জন্য রাখা যেমন বৈধ অনূরুপ সমস্ত অংশ সাদক্বা করাও বৈধ।

মাসয়ালা:-কুরবানীর গোস্ত কাফেরদের দেয়া জায়েয নাই।

ক্বুরবানীর চামড়ার হুকুম

১- ক্বুরবানীর পশুর চামড়া খুবই সতর্কতার সহিত ছাড়াতে হবে।

২- যবাহের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য অঙ্গ কাটা মাকরূহ।[২]

৩- চামড়া পরিশ্রমিক হিসাবে কসাইকে,মাসজিদের ইমামকে,মোয়াজ্জিন ও খাদিমদের দেওয়া বৈধ নয়।

মাসয়ালা:-ক্বুরবানীর চামড়া,ক্বুরবানী কৃত পশুর দড়ি,গলায় পরিধেয় হার,গায়ে দেওয়ার বস্ত্র প্রভৃতি সাদক্বা করে দিতে হবে। তবে যদি চামড়া নিজের ব্যবহারের জন্য রাখে তাহলেও তা বৈধ হবে।[২]

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার তরফ হতে ক্বুরবানী

হাদিস দ্বারা সাবস্ত্য যে, হুযুরে আকবাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বীয় উম্মতের পক্ষ থেকে ক্বুরবানী করেছিলেন। অতএব সামর্থ্যবান ব্যক্তির,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পক্ষ থেকে

ক্বুরবানী করা উত্তম বরং সৌভাগ্যের বিষয়। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে তাঁর পক্ষ থেকে ক্বুরবানী করার ওসীয়াত করেছিলেন। তাই হযরাত আলী প্রতি বছর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পক্ষ থেকেও ক্বুরবানী দিতেন। [৩]

মৃত ব্যক্তিদের নামে ক্বুরবানীর হুকুমঃ

মৃতের পক্ষ থেকে ক্বুরবানী করা বৈধ। মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়াত না করে থাকে তবে সেটি নফল ক্বুরবানী হিসেবে গণ্য হবে। ক্বুরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়াত করে যায় তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরীব-মিসকীনদের মাঝে সাদক্বা করে দিতে হবে।[১]

হালাল পশুর কোন কোন অংশ খাওয়া হারামঃ

হালাল পশুর ৭টি অংশ হারাম। যথা-

১- প্রবাহিত রক্ত। ২- নর প্রাণীর পুংলিঙ্গ ৩- অন্ডকোষ ৪-মাদী প্রাণীর স্ত্রী লিঙ্গ ৫- মাংসগ্রন্থি ৬- মুত্রথলি। ৭- পিত্ত [২]

ক্বুরবানীর গোশ্ত দ্বারা ফাতেহা করা বৈধ কী না?

উত্তরঃ-ক্বুরবানীর গোস্ত দ্বারা ফাতেহা করা বৈধ রয়েছে। ফাতেহা বা ইসালে সাওয়াব প্রতিটি হালাল বস্তু দ্বারা করা বৈধ। মুস্তাহাব হল ক্বুরবানীর গোস্তের এক তৃতীয়াংশ গরীবদের,এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন এবং বাকী অংশ নিজের পরিবারের জন্য রাখা। তদসত্ত্বেও যদি সমস্ত অংশে ইসালে সাওয়াব বা অন্য কোন ফাতেহার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে তা জায়েজ রয়েছে।

কুরবানী করার নিয়ম:

কুরবানীর পশু যাবেহ করার আগে শেষ পানি পান করাতে হবে। আগে থেকেই ছুরি ধারালো করে নিতে হবে। তবে পশুর সামনে নয়। পশুকে বাম পাশ করে শোয়াতে হবে যেন ক্বীবলার দিকে মুখ হয় এবং যাবেহ কারী স্বীয় ডান পা পশুর রানের উপর রেখে ধারালো ছুরি দিয়ে তাড়াতাড়ি যাবেহ করে দেবে। যাবেহ করার পূর্বে এ দুআটি পড়তে হবে:-

اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَالسَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَهٗ وَ بِذَالِکَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ لَکَ وَ مِنْکَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْبَرُ

উচ্চারণ:- ইন্নী অজ্জাহতু ওয়াজ হিয়া লিল্লাজী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাঁও অমা আনা মিনাল মুশরিকীনা ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ ইয়া ইয়া ওয়া - মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীনা লা শারি কালাহু ওয়াবি জালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীনা আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিনকা বিস মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

ক্বুরবানী নিজের পক্ষ থেকে হলে জবাহ করার পর এই দুয়াটি পাঠ করতে হবে:- 'আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী কামা তাকাব্বালতা মিন খালীলিকা ইব্রাহীমা আলাই হিস্ সালাম ওয়া হাবিবিকা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।'

আর যদি কুরবানী অপরের পক্ষ থেকে হয় তা হলে ' মিন্নী ' শব্দের স্থানে 'মিন ' বলতে হবে।

জবাহ করার নিয়াত

নাইয়াতুয়ান আযবাহা হাযাল হাইওয়ানু বি হাইসু ইয়াখরুজু আন হুদাদলিল মাসফুহি ওয়া তাকুলুল লাহমুহু হালালান লি জামিইল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

মাসয়ালা:-বিবাহিত মহিলার নামে কুরবানী করলে শুধু মাত্র মহিলার নাম নেওয়াই যথেষ্ট;আর যদি তার পিতা বা স্বামীর নাম নেওয়া হয়,তাহলেও তা বৈধ হবে।[৩]

তাকবীরে তাশরীক

৯ই জিলহজ্ব তারিখের ফযর হতে ১৩ ই জিলহজ্বা পর্যন্ত প্রতি ফরয নামাযের জামাতের পর এই দুয়াটি পাঠ করতে হবে:-

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

তাকবীর তাশরীক সম্পর্কে যেগুলি জেনে রাখা খুবই জরুরী ঃ

১. তাকবীরে তাশরীক একবার পাঠ করা ওয়াজিব। ২. তিনবার পাঠ করা উত্তম। ৩. সালাম ফেরানোর পর সাথে সাথে পড়তে হবে। ৪. উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে। ৫. একাকী নামায আদায়কারীর জন্য পাঠ করা জরুরী নয় তবে পড়লে উত্তম। ৬. মুসাফীর, গ্রামে বসবাসকারী এবং মহিলাদেব জন্য তাকবীরে তাশরীক পাঠ ওয়াজিব নয়।

মাসয়ালা:- তাকবীর তাশরীক সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে বলা ওয়াজিব , যদি মাসজিদের বাইরে চলে আসে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ওযু ভঙ্গ করে ফেলে বা কারো সাথে কথা বলে এবং যদিও তা ভুল বশত: হয়, তাহলে তাকবীর বাদ পড়ে গেল। আর যদি বিনা ইচ্ছায় ওযু ভেঙ্গে যায়,তাহলে তাকবীর বলে নিবে।[২]

১.সুনানে ইবনে মাযা ৩/৫২৯পৃ:,মুস্তাদরাক হাকেম.হাদীস ৩৫১৯, ২.দুররে মুখতার ৯/৫২৪, ৩.দুররে মুখতার ৯/৫২০, মুয়াত্তা মালেক ১৮৮ পৃ:, ৪.ফাতওয়া হিন্দিয়া ৫ম খন্ড ২৯৩-২৯৪পৃ:, ৫.সুনানে ইবনে মাযা ৪/৫৫৭ পৃ:, ৬.মুজামুল কাবীর ৩/৮৬ পৃ:, ৭.দুররে মুখতার,রাদ্দুল মুহতার ২ য় খন্ড ৩৮-৪০ পৃ:, ৮.ফাতওয়া মারকাযে তারবিয়াতুল ইফতা১/৪০৯ পৃ:, মাহানামা আশরাফিয়া মে সংখ্যা ২০০৪ , ৯. রাদ্দুল মুহতার ২/৩০০ পৃ: , ১০. ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া কেতাবুয যাবাহে, ১১. ফতওয়ায়ে আলামগিরী ৫/২৯৬ বাহারে শরীয়াত ১৫ খন্ড, ১২. ফতওয়ায়ে আলামগিরী ৫/২৯৬ বাহারে শরীয়াত ১৫ খন্ডমুয়াত্তা মালিক ১৮৮,বাদায়েউস সানায়ে৪/ ১৯৮পৃ:,ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৫পৃ:, ১৩.দুররে মুখতার ৯/৫২০, ১৪.দুররে মুখতার ৪ রাদ্দুল মুহতার ৯ম খন্ড ৫৩৫ পৃ:, ১৫.দুররে মুখতার ৯ম খন্ড ২৯৭ পৃ:, ১৬.বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩, ১৭.দুররে মুখতার ৯/৫৪৪পৃ:, ১৮.সুনানে আবু দাউদ ২/২৯;জামে তিরমীযি ১/২৭৫;মিশকাত৩/৩০৯;বাহারে শরীয়াত ১৫ খন্ড, ১৯.মুসনাদে আহ্‌মাদ ১/১০৭,রাদ্দুল মুহতার ৯/৫৪৩ পৃ:,কাযীখান ৩/৩৫২, ২০.মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রজ্জাক ৪/৫৩৫পৃ:,সুনানে বায়হাক্বী শরীফ ১০/৭, ২১.ওকারুল ফাতওয়া ২/৪৭৭পৃ:, ২২.ফাতওয়ায়ে ফায়জে রাসুল ২য় খন্ড ৪৪৮ পৃ:।

রুকুর আগে ও পরে রাফউল ইয়াদন না করা।

মুফতী আমজাদ হোসাইন সিমনানী

ইসলামের শরীয়তে বহু এমন কর্ম ও আমল রয়েছে, যা পূর্বে জায়েজ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে নাজায়েজ হয়েছে অথবা পূর্বে সে আমলটি করা হতো পরক্ষণে সে আমলকে রহিত বা পরিত্যাগ করা হয়েছে। তেমনি নামাযে সাজদা ও রুকুতে যাওয়ার সময় এবং উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন (হাত উত্তোলন) করা রহিত বা মানসুখ হয়ে গেছে। অর্থাৎ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বে এই আমলটি করতেন কিন্তু পরক্ষণে এই আমলটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই রাফউল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব নয় বরং রাফউল ইয়াদাইন না করাটাই মুস্তাহাব, যা অসংখ্য হাদিস থেকে প্রমাণিত। নিম্নে তন্মধ্যে কিছু হাদিস প্রমাণ স্বরূপ দেওয়া হয়।

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ. ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ. ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ {ابْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ} وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا. وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ আরাম্ভ করার সময় দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন। অতঃপর রুকু'তে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন, আবার যখন রুকু' হতে পিঠ সোজা করে উঠতেন তখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলতেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলতেন। আবার দ্বিতীয় সাজদায় যেতে তাকবীর বলতেন এবং পূণরায় মাথা উঠাতেন তখনও তাকবীর বলতেন। এভাবেই তিনি পুরো নামাজ শেষ করতেন। আর দ্বিতীয় রাকায়াতের বৈঠক শেষে যখন (তৃতীয় রাকায়াতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর বলতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ রাদিয়াল্লাহু আনহু লাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতে 'ওয়া লাকাল হাম্‌দ' উল্লেখ করেছেন।

(সহীহ বুখারী হাদিস নং ৭৮৯, মুসান্নাফ আব্দির রাজ্জাক হাদিস ২৪৯৬, মুসনাদে আহমদ হাদিস নং ৯৮৫১, সুনানে নাসাঈ হাদিস নং ১১৫৮, শারহুস সুন্নাহ বাগবী ৩/৯১)

(হাদিসটি বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে)

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)). حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: ((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ, হযরত আবু বকর ইবনু আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন ঃ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু যখন নাজে দাঁড়াতেন ' আল্লাহু আকবার' বলে নামাজ শুরু করতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকু'তে যেতেন। তিনি রুকু থেকে পিঠ সোজা করে দাঁড়ানোর সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলতেন। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় 'রাব্বানা ও লাকাল হাম্‌দ' বলতেন। তিনি সাজদাতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। সাজদাহ থেকে মাথা তোলার সময়ও তাকবীর। প্রত্যেক রাকায়াতে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত তিনি এরূপই করতেন। দ্বিতীয় রাকাআতে বসার পর ওঠার সময়ও তিনি তাকবীর বলতেন। অতঃপর আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তোমাদের সবার তুলনায় অধিক পরিমাণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনূরূপ নামাজ আদায় করতে পারি। (মুসলিম হাদিস ৮৯৪)

عن ابي هريرة. قال: انا اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده. قال: ربنا ولك الحمد. و كان يكبر إذا ركع. وإذا رفع راسه. وإذا قام من السجدتين. قال: الله اكبر

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের সবার তুলনায় অধিক পরিমাণে রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর অনূরূপ নামাজ আদায় করতে পারি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা পাঠ করতেন, রুকু থেকে মাথা তুলতেন ও দুই সাজদাহ হতে দন্ডায়মান হতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিতেন। (মুসনাদে আহমদ হাদিস নং ৮২৫৩)

শায়েখ শুয়াইব আর্নাউত বলেন, হাদিসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। (তাখরিজুল মুসনাদ ১৪/৭)

বিঃদ্রঃ - বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের গ্রন্থসমূহ হতে সংকলিত উপরোক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর পুরো নামাজের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু এই বর্ণনায় রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ করেননি। যা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও পূর্বে রাফাউল ইয়াদাইন করতেন, কিন্তু পরবর্তীতে রা ফাউল ইয়াদাইন পরিত্যাগ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিম্নোক্ত হাদীস সমূহও এই অর্থকেই প্রমাণ করেছে।

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأُقَرِّبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ, হযরত আবু বকর ইবনু আব্দুর রহমান ও আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তারা বলেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরয ও অন্যান্য নামায আদায়ের সময় দাঁড়ানো ও রুকু করা কালে তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সামি আল্লাহু লিমান হামিদা' বলার পর রাব্বানা লাকাল হামদ বলতেন সাজদায় যাওয়ার পূর্বে । অতঃপর সাজদায় গমনকালে তিনি তাকবীর বলতেন। অতঃপর সাজদা হতে মাথা উঠাবার সময় তাকবীর বলতেন। দ্বিতীয় রাকায়াতের বৈঠক হতে দন্ডায়মান হবার সময়ও তিনি আল্লাহু আকবার বলতেন। প্রত্যেক রাকায়াতেই আল্লাহু আকবার বলতেন। নামায শেষে তিনি বলতেনঃ আল্লার শপথ! যার হাতে আমার জীবন! তোমাদের তুলনায় আমার নামায রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ । তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া হতে জাহেরী বিদায় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় করেন। (সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং ৮০৬, সহীহ বুখারী হাদিস নং ৮০৩, সুনানে বাইহাক্বী হাদিস নং ২৯৪৯)

তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর নিম্নোক্ত আমল ও হাদিস সমূহ হতেও সুস্পষ্ট প্রমাণিত ও প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর অন্য কোন স্থানে আর হাত তুলতেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত উত্তোলন করতেন অতঃপর আর হাত উঠাতেন না। (শারহে মায়ানিল আল আসার ১/২২৪, হাদিস নং ১৩৪৯, শারহুল মুশকিলিল আসার ১৫/৩৫ হাদিস নং ৫৮২৬)

ইমাম বাদরুদ্দিন আইনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদিস দু'টি সহীহ সনদে বর্ণিত। (নুখবাতুল আফকার আইনী ৪/১৬৩)

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

অর্থাৎ, হযরত আলাকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমি কি তোমাদের রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার (নিয়মে) নামাজ আদায় করে দেখাব না ? অতঃপর তিনি নামায আদায় করলেন, কিন্তু প্রথমবার (তাকবীরে তাহরীমার সময়) ছাড়া আর কোথাও রাফউল ইয়াদাইন করলেন না। (সুনানে তিরমীযি হাদিস ২৫৮, মুসনাদে আহমদ হাদিস নং ৩৬৮১)

হাদিসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

** ইমাম তিরমীযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।

** শায়েখ শুয়াইব আর্নউৎ বলেন, হাদিসটি মজবুত সনদে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত হাদিস বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেন ঃ

وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বহু সাহাবা ও তাবিইন- এ হাদিসের অনুকূলে মত দিয়েছেন। .....

ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী

কাদিয়ানী বা আহমাদিয়া দল কোন মুসলমানদের দল নয়। কাদিয়ানী দলের প্রতিষ্ঠাতা হল মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী দাবী করার সাথে সাথে বহু অবান্তর দাবী করেছিল। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং নিকৃষ্ট আচরন ও ভ্রান্ত দাবী এই নিবন্ধে তুলে ধরা হল যাতে মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হন।

মির্জা কাদিয়ানী পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে ১৮৩৯ খৃঃ কিংবা ১৮৪০ খৃঃ জন্ম গ্রহন করে। তার পিতা হাকীম গোলাম মুর্ত্তাজা একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিল। মির্জা কাদিয়ানী কাদিয়ান থেকেই বিভিন্ন মতবাদের শিক্ষকের কাছে শিক্ষা অর্জন করে।

প্রথম জীবনে পাঞ্জাবের শিয়াল কোটের আদালতে মাসিক পনেরো টাকা বেতনে করণিকের পদে চাকুরী করত। এই সময়েই ইউরোপীয় মিশনারী ও ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । ১৮৬৮ সালে প্রমোশনের জন্য মুখতারী পরীক্ষায় বসে পরীক্ষায় ফেল হয়ে যায়। তার কিছুদিন পরেই সে ঐ চাকুরী ত্যাগ করে কাদিয়ানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করে ও লেখালেখির কাজ শুরু করে। শুরু থেকেই তার চরিত্র ছিল খুবই কুৎসিত প্রকৃতির । প্রতিপক্ষকে অভিশাপ গালমন্দ দিতে এবং কথায় কথায় মিথ্যার সাহারা নিতে পিছপা হত না। সে মিথ্যা ভবিষ্যত বাণী করতেও দ্বিধা করত না। তার সকল ভবিষ্যতবাণীই মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। তার কুৎসিত আচারের একটি নির্দশন হল, বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোন হজ্ব করেনি ও যাকাতও দেয়নি। তার বিশেষ বৈশিষ্টের মধ্যে ছিল যে, নিজের বিরোধীদের অশ্লীল গালি গালাজ করত। কেবল তার গালি গুলিকে একত্রিত করলে একটি গালির ইনসাইক্লোপিডিয়া তৈরী হয়ে যাবে। নিজের ভ্রান্ত কথা সমূহকে কুরআন ও হাদিসের বানী বলে নির্দ্বিধায় প্রচার করে বেড়াত। অপরের সম্পত্তির প্রতি ছিল খু বই লোভ। অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিজের অধিকারে রাখার চেষ্টা করত। সে ছিল মায়ের অবাধ্য ও ধোকাবাজ ছিল। তার প্রথম স্ত্রীর সহিত সম্পর্কহীন অবস্থায় ৩৩ বছর অতিবাহিত করে। বৃদ্ধা অবস্থায় তাকে অন্যায়ভাবে তালাক দিতেও দ্বিধা করে নি। ঐ স্ত্রীর গর্ভে প্রথম দিকে দুই সন্তান হয়। ১) মির্জা সুলতান আহমদ, ২) মির্জা ফজল আহমদ। স্বীয় সন্তানের মৃত্যু হয় তার জীবদ্দশায় । আশ্চর্যের বিষয়, স্বীয় সন্তানের জানাযা নামাযেও গোলাম আহমদ অংশ গ্রহন করেনি।

পরবর্তীতে নুসরৎ জাহা নামে আরও একজনকে বিবাহ করে। তার থেকে মির্জার ১০ টি সন্তান হয়। যার মধ্যে কাদিয়ানীর দ্বিতীয় খলিফা মির্জা বশীরুদ্দিন মাহমূদ আহমদ কাদিয়ানীর মৃত্যু পরও জীবিত ছিল।
মির্জা কাদিয়ানী ১৯০৮ সালে ২৬ শে মহামারী কলেরা দ্বারা বিভৎস অবস্থায় মারা যায়।

কাদিয়ানী দল কি?

মির্জা গোলাম আহমদ ইসলামের পরিপন্থি একটি দল তৈরী করে। ইসলামের বিরুদ্ধচারণ করা ও গোলাম আহমদকে নবী বলে প্রচার করা হল এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য। মির্জা গোলাম আহম্দ কতৃক কাদিয়ান থেকে এই দলের প্রসার হওয়ার জন্য এটিতে কাদিয়ানী দল বলা হয়।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা অস্তিত্বের প্রমান স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত মূলক ঘটনা।

ফক্বীর নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

নাস্তিকদের বাড় বাড়ন্তের কথা সম্পর্কে প্রায় সকলেই জ্ঞাত। এরা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সাধারণ মানুষদের 'আল্লাহ'র অস্তিত্ব অপরিহার্য' এ ধারণাকে গ্রাস করতেও পিছপা হয়না। নিজেদের নাস্তিকতা ধারণাকে প্রসারের নিমিত্তে এমন কিছু অবান্তর যুক্তি ওকৌশল অবলম্বন করে যার শিকার হয় অনেক সাধারণ মানুষ। এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমাদের আকবির ও পূর্বসূরিগণ জনসাধারণের নিমিত্তে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ যুগে যুগে বিভিন্ন দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার উল্লেখ করেন, যার দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালা অস্তিত্ব যে অপরিহার্য তা বুঝতে পারে মানুয়। নবী ও ওলী দের যখনই তাওহীদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অন্তরে বিরোধীদের অবস্থার ভিত্তিতে উদাহরণ স্থাপন করতেন, যা বর্ণনার পর অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয় এবং হিদায়াতের উৎস হয়ে উঠে। এ ধরণের ঘটনা অনেক, কিন্তু আমরা এখানে কয়েকটি নমূনা স্বরূপ উল্লেখ করছি, যেগুলির কার্যকারিতার সুগন্ধ এখনো বিদ্যমান রয়েছে ঃ

১. ইমাম-এ-আযাম হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন তাঁর মাসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। একদল নাস্তিক সম্প্রদায় সম্মুখে এসে তাঁকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাদের প্রত্যুত্তর স্বরূপ ইমাম-এ- আযাম বললেন ঃ একদা একটি বৃহৎ নৌকাকে দেখা গেল বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী নিয়ে নদীতে বাহিত হতে। তাতে না ছিল কোন রক্ষণাবেক্ষণকারী, না কোন মাঝি। অথচ নিজে নিজেই নদীর ঢেউ বিদীর্ণ করে দ্রুত এগিয়ে চলছিল, যেখানে থামার জায়গা থেমে যাচ্ছিল, চলার জায়গায় চলছিল। তখন নাস্তিকদের মধ্যে একজন বলে উঠল- কোন বিবেকবান লোক এরূপ বিশ্বাসই করতে পারে না যে, এত বড় জাহাজ সামগ্রী নিয়ে নদীতে চলে যায আর তাতে কোন চালক নেই! হযরত ইমাম-এ-আযাম বললেন ঃ আফসোস তোমাদের বিশ্বাসের উপর যে, চালক ছাড়া যদি নৌকা চলতে না পারে, তাহলে এই সমগ্র জগৎ , আসমান-যমীন চলছে বিনা মালিকে! এটা শোনা মাত্রই তারা বিশ্বাস করল যে, অবশ্যই মালিক ব্যতীতএই সমগ্র আসমান, জগৎ চালিত হওয়া অসম্ভব। এবং ততক্ষণাৎ তারা কলমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। (আল তাফসীর আল কাবীর ১/৩৩৩পৃঃ; তাফসিরে ইবনে কাসির ১/৫৯১ পৃঃ; আল খাইরাত আল-হাসান ৭৯ পৃঃ)

২. হযরত ইমাম শাফেঈ কে আল্লাহ তা'য়ালা অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তুঁত গাছের সব পাতা ও ফুলের স্বাদ একই । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যখন মৌমাছি ফুলে বসে তখন তার হতে মধু উৎপন্ন হয়, রেশমকীট যখন তার পাতা ভক্ষণ করে তখন রেশম বের হয়, হরিণ ভক্ষণ করলে তার হতে কস্তুরী উৎপন্ন হয় এবং গরু ছাগল খেলে তার থেকে গোবর বা লাদি উৎপন্ন হয়। আর যিনি এরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। তিনি একমাত্র স্রষ্টা। (আল তাফসীর আল কাবীর ১/৩৩৩পৃঃ;

তাফসিরে ইবনে কাসির ১/৫৯ পৃঃ)

৩. বাদশাহ হারুন রশীদ ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা অস্তিত্বের দলীল কি রয়েছে? উত্তরে ইমাম মালিক বললেনঃ বিভিন্ন ভাষা, ভিন্ন কণ্ঠ, ভিন্ন স্বর প্রমাণ করে যে আল্লাহ বিদ্যমান। (আল তাফসীর আল কাবীর ১/৩৩৪ পৃঃ; তাফসিরে ইবনে কাসির ১/৫৮ পৃঃ)

৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে একবার আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন ঃ শোনো একটি শক্তিশালী দুর্গ রয়েছে, যেখানে কোনও দরজা নেই, পথ নেই এমনকি একটি ছিদ্রও নেই। বাইরে হল চাঁদির ন্যায় চকচকে এবং ভিতরে সোনার ন্যায়। এবং উপর থেকে নীচে, ডান থেকে বামে সম্পূর্ণরূপে ঘেরা। বাতাসও এতে প্রবেশ করতে পারে না। হঠাৎ এর একটি দেওয়াল পড়ে যায় এবং চোখ, কান সহ সুন্দর রূপে মিষ্টি আওয়াজ সম্পন্ন একটি জীব বেরিয়ে আসে। আমাকে উত্তর দাও এই বদ্ধ নিরাপদ বাড়িতে এর সৃষ্টিকারী কেউ আছে কি না? যার ক্ষমতা অসীম। তারা বলল ঃ নিশ্চয় এর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি বোঝাতে চেয়ে ছিলেন, এটি হল একটি ডিম। যা চারদিক থেকে বন্ধ, তারপর তার ভিতরের অংশ থেকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা একটি জীবন্ত প্রাণীর সৃষ্টি করে দেন। এটা হল আল্লাহ তা'য়ালা অস্তিত্বের দলীল। (আল তাফসীর আল কাবীর ১/৩৩৪ পৃঃ; তাফসিরে ইবনে কাসির ১/৫৯ পৃঃ)

৫. ইসলাম জগতে এবং আহলে বায়েতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন সাইয়্যেদুনা ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। একজন নাস্তিক হযরতের নিকট এসে স্রষ্টা তথা সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করতে লাগল। ইমাম তাকে উত্তর প্রসঙ্গে বললেন ঃ তুমি কি কখনও নৌকায় করে সমুদ্র ভ্রমণ করেছ? সে বলল ঃ হাঁ। তারপর ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি কখনও সমুদ্রের ভয়াবহ অবস্থা দেখেছ? সে বলল ঃ হ্যাঁ। তখন ইমাম বললেন কিভাবে? আমাকে বিস্তারিত বল। লোকটি বিশদ বিবরণ দিয়ে বলল ঃ একদিন সমুদ্র যাত্রার সময় এক ভয়াবহ ঝড়ো হাওয়া আসে, যার ফলে নৌকাটি টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং নাবিকরাও ডুবে যায়। আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত নৌকা থেকে একটি তক্তা ধরলাম, কিন্তু অবশেষে সেই তক্তাটিও ঢেওয়ের কারণে আমার কাছ থেকে সরে গেল, অবশেষে সমুদ্রে ঢেউ আমাকে তীরে পৌঁছে দিল।একথা শুনে হযরত জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ প্রথমে তুমি সমুদ্রে উপর দিয়ে যাওয়ার সময় নৌকার উপর আস্থা রেখেছিল এবং সাথে সাথে নাবিকদের উপরেও. , কিন্তু উভয়ই যখন ধ্বংস হয়ে গেল তখন শুধুমাত্র একটি তক্তার উপর আস্থা রেখেছিলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য। যখন সেটাও চলে যায় তখন জীবনের শেষ পরিণতি ঘনিয়ে আসে। হযরত বললেন ঃ এসময় কি বাঁচার তাগিদে কারও উপর আস্তা রেখেছিলে এবং প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলে? সে বলল ঃ হাঁ । হযরত জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই শেষ অবস্থাতে কার উপর আস্থা রেখেছিলে? লোকটি চুপ হয়ে গেল। হযরত বললেন ঃ এই শেষ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যার কাছে তুমি নিরপত্তার আশা করেছিলে তিনিই হলেন তোমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা, যিনি তোমাকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন.। এ কথা তার মনের মধ্যে এমনই আচঁর কাটল যে, সাথে সাথে ই কলমা পড়ে মুসলমান হযে গেল। (আল তাফসীর আল কাবীর ১/৩৩৩ পৃঃ)

৬. হযরত ইমাম-এ-আযাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, ''আপনি কি দেখেননি যে পিতামাতার ইচ্ছা যেন একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে,

কিন্তু তা বিপরীত হয়ে মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। একইভাবে, অনেকসময় বাবা মা মেয়ের জন্মের ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু বিপরীতে একটি ছেলের জন্ম হয়। এর দ্বারা এটা দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট যে, একজন স্রষ্টা আছেন যিনি পিতামাতার ইচ্ছা পূরণে বাধা দেন এবং তাঁর ক্ষমতা দেখান। আর তিনিই হতে সেই যাত যাঁকে আমরা আল্লাহ বলি। (আল তাফসীর আল কাবীর ১/৩৩৩ পৃঃ)

৭. একবার কোন গ্রামীন ব্যক্তিকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, সে উত্তর প্রসঙ্গে বলে ঃ যমীনের মধ্যে পড়ে থাকা লাদি এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, কোন উট পার হয়ে গেছে। যমীনের উপর পায়ের দাগ একথার সাক্ষ্য বহন করে যে, কোন মানুষ পেরিয়ে গেছে। গোবর দেখে গাধার কথা বোঝা যায়। অথচ আসমান, রাস্তাসহ যমীন, উত্তাল সমুদ্র দেখে আল্লাহর অস্তিত্বের দলীল কি হবে না! (আল তাফসীর আল কাবীর ১/৩৩৪ পৃঃ, তাফসিরে ইবনে কাসির ১/৫৯ পৃঃ)

৮. একজন হাকীমকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলেছিল এভাবে যে, আপনি আল্লাহ তা'য়ালা কে কিরূপে চিনলেন? তিনি উত্তর দেন ঃ যদি শুঁটকি ব্যবহার করা হয় তাহলে তা ডায়রিয়াসৃষ্টি করে এবং যদি এটি ভিজিয়ে নরম করে খাওয়া হয়, তবে এটা ডায়রিয়া প্রতিরোধ করবে। (তাফসিরে কাবীর ১/৩৩৪ পৃঃ)

৯. একজন হাকীমকে বলা হল, আপনি আপনার রব কে কিভাবে চিললেন? তিনি বললেন ঃ মৌমাছির দ্বারা, এরূপে যে এর দুটি দিক রয়েছে- তার একটি থেকে মধু দেয় এবং অপরটি থেকে দংশণ করে।

১০. ইবনে মু'তাজ বলেন ঃ আফশোষ! আল্লাহ তা'য়ালার নফরমানি এবং তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে মানুষ কিরূপে সাহস পায়, যদিও সকল কিছু এক ও একমাত্রের উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়।

জুমুআর দিন দোআ কবুল হওয়ার মূহুর্ত ?

বুখারী শরীফে হযরাত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর দিনের কথা ইরশাদ করেছেন । ফরমিয়েছেন ঃ এই দিনের মধ্যে এমনই এক সময় বিদ্যমান, কোন মুসলমান বান্দা যখন উক্ত সময়ে পৌঁছায় এবং সে দন্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থনা করতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত বিষয় প্রদান করে থাকেন। আর হুযুর ইঙ্গিত দ্বারা ইরশাদ ফরমান, উক্ত সময় হল খুবই সংক্ষিপ্ত। (৯৩৫, ৫২৯৪, ৬৪০০)

জুমুআর দিনে দোআ কবুল হওয়া মূহূর্ত প্রসঙ্গে হাদিস ও আসার।

১. হযরাত আওফ বিন হাসির বর্ণনা করেছেন ঃ জুমুআর দিন যে সময় দোআ কবুল হওয়া আশা করা যায় সে সময়টি হল ইমামের বের হওয়া থেকে নিয়ে শেষাবধি পর্যন্ত। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৫৫০২, মাজলিস ইলমি বায়রুত; মুসান্নাফ ইবনে শাইবা ৫৪৬৫)

২. হযরাত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ উক্ত সময় হল আসর ও সূর্যের অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৫৫০২, মাজলিস ইলমি, বায়রুত; মুসান্নাফ ইবনে শাইবা ৫৪৬৭ দারুল কুতুব ইলমিয়া বায়রুত)

৩. হযরাত আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মন্তব্য হল ঃ উক্ত সময় হল যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয়, কিংবা যখন ইমাম মিম্বারের উপর উপবিষ্ট হয়, কিংবা যখন ইক্বামত দেওয়া হয়। (মুসান্নাফ ইবনে শাইবা ৫৫০৮)

৪. হযরাত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মন্তব্য ঃ উক্ত সময় হল সূর্যের মধ্যাহ্নের সময়, নামাযের সময়ে।

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৫৫০৯, মাজলিস ইলমি, বায়রুত;

৫. হযরাত শা'বী বলেছেন ঃ উক্ত সময় হল - ক্রয় বিক্রয় হারাম হওয়া থেকে শুরু করে উক্ত ক্রিয়া বৈধ হওয়া পর্যন্ত। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৫৫১০, মাজলিস ইলমি, বায়রুত)

৬. উম্মলু মু'মিনিন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইরশাদ হল ঃ যখন মুয়াজ্জিন নামাযের জন্য আযান দেবে উক্ত সময়। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৫৫১৩, মাজলিস ইলমি, বায়রুত)

জুমুআর দিনে দোআ কবুল হওয়া মূহূর্ত প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামদের মন্তব্য ঃ

১. হযরাত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মন্তব্য ঃ উক্ত সময় সূর্যের মধ্যাহ্নের সময় ।

২. হযরাত আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মন্তব্য ঃ উক্ত সময়টি হল দ্বি-প্রহর হতে শুরু করে এক হাত ছায়া হওয়া অবধি।

৩. উম্মলু মু'মিনিন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইরশাদ হল ঃ যখন মুয়াজ্জিন নামাযের জন্য আযান দেবে উক্ত সময়।

৪. হযরাত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, উক্ত সময় হল, যে সময়কে আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের জন্য নামায আদায়েব নিমিত্তে নির্দিষ্ট করেছেন।

৫. হযরাত আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মন্তব্য হল ঃ উক্ত সময় হল যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয়, কিংবা যখন ইমাম মিম্বারের উপর উপবিষ্ট হয়, কিংবা যখন ইক্বামত দেওয়া হয়। (মুসান্নাফ ইবনে শাইবা ৫৫০৮)

৬. হযরাত শা'বী বলেছেন ঃ উক্ত সময় ক্রয় বিক্রয় হারাম হওয়া থেকে শুরু করে উক্ত ক্রিয়া বৈধ হওয়া পর্যন্ত- এই মন্তব্যের দলীল হল যে, হযরাত আবু বুরদাহ বিন আবি মুসা বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে হযরাত আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমিয়েছেন ঃ তুমি কি তোমার পিতা হতে শুনেছ , যে তিনি জুমুআর উক্ত সময় প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস বর্ণনা করতেন ? তিনি বললেন, হাঁ! আমি শুনেছি, তিনি বলেতেন ঃ ''আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি যে, সেটি ইমামের বসা হতে নিয়ে নামাযে শেষাবধি।''

৭. হযরাত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মন্তব্য ঃ উক্ত সময় হল আসর থেকে নিয়ে সূর্য অস্তমিত হওয়া অবধি। হযরাত ইবনে আব্বাস, হযরাত আবু হুরাইরা, হযরাত মুজাহিদ ও হযরাত তাউস রাদিয়াল্লাহু আনহুম সকলে অনূরূপ মন্তব্য করেছেন।

'বাগে ফেদাক' সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ধারণা

শিয়া সম্প্রদায়ভুক্তদের তরফ হতে একটি মাসলা খুবই প্রচার করা হয় এবং জেনে বুঝে মিথ্যা আরোপ লাগানো হয় আম্বিয়াদের পরেপরেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরাত সাইয়্যেদুনা সিদ্দিক্বে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু উপর। তারা এরূপ মন্তব্য করে যে, হযরত সাইয়্যেদুনা সিদ্দিক্বে আক্বার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাইয়্যেদা,ত্বাহেরা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে 'বাগে ফেদাক' প্রত্যাবর্তন করেননি অর্থাৎ সাইয়্যেদা কায়নাত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর হক্ব দেননি (মায়া জাল্লাহ)। যার ফলস্বরুপ সাইয়্যেদা কায়নাত নারায হয়ে যান । আসুন সংক্ষেপে শরীয়তের দৃষ্টিতে দলীল সহকারে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত হই।

১) হযরাত ইমাম জাফর সাদিক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত..হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ-''ওলামারা হল আম্বিয়াদের ওয়ারিশ,কোন আম্বিয়া দিরহাম দিনারের ওয়ারিশ ছেড়ে যান না, বরং তাঁরা (আলাইহিমুস সালাম) নিজেদের হাদিস সমূহ, ইলম ,হিকমাত প্রভৃতির কথা ছেড়ে যান। সুতরাং যাঁরা তম্মধ্য থেকে কিছু নিল তাঁরা যথেষ্ট নসীব পেয়ে নিল।''

ফলতঃ তোমরা এর উপর নজর রাখ যে, তোমরা সেই ইলম কাছ নিকট হতে গ্রহণ কর। এই ইলম হল আমাদের আহলে বায়েতদের কারণ, যে ইলম পায়গম্বর আলাইহিস সালাম উম্মতদের জন্য ছেড়েছেন ,তার ওয়ারিশ হলেন রসুলুল্লাহর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহলে বায়েত; যাঁরা হলেন সঠিক ইনসাফ কারী,নিকৃষ্টদের নিপাতকারী, বাতিলদের খন্ডনকারী,মূর্খদের বিনাশকারী। (কিতাবুশ শাফি তরজমা ওসুলে কাফি ১/৩৫ পৃঃ , উসুলে কাফী মা'আ শারহ সাফী ১/৮৩ পৃঃ)২)

২) হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আলিমদের ফযীলাত মূর্খ আবিদ দের উপর হল ওইরূপ যেরূপ হল চৌদ্দতারিখের চাঁদের ফযীলাত সমস্ত তারকারাজির উপর; কারণ ওলামারা আম্বিয়াদের ওয়ারিশ হন। এবং অবশ্যই আম্বিয়ারা নিজেদেবওয়ারিশ দিরহাম দিনার ছাড়েন না বরং ইলম রেখে যান। সুতরাং যাঁরা সেই ইলমের অংশ গ্রহণ করে তাঁরা মহৎ বিষয় লাভ করে। (উসুলে কাফী মা'আ শারহে সাফী ১/৮৭ পৃঃ)

৩) হযরাত সিদ্দিক্বে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাইয়্যেদা কায়নাত হযরাত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ফরমালেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ফিদাক' হতে. নিজের খোরাক নিতেন এবং বাকি অংশ বন্টন করে দিতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় সাওয়ারি নিয়ে দিয়ে দিতেন। আমি আল্লাহর ক্বসম খেয়ে আপনার নিকট স্বীকারোক্তি করছি যে,আমি ফিদাক এর আমদানি এই ভাবে খরচ করব যেরূপ হুযুর আলাইহিস সালাম করতেন। একথা শ্রবণ করে সাইয়্যেদা ত্বাহিরা খাতুনে জান্নাত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর কথায় রাজি হয়ে গেলেন। (শারহে নাহজুল বালাগাত ৪/৮০ পৃঃ;ইবনে আবি হাদিদ,শারহু নাহযুল বালাগাত ৫/১০৭; ইবনে মুইসাম)

এরদ্বারা এটা সাবস্ত্য হল যে,হযরাতে সাইয়্যেদা ত্বাহেরা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরাত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর রাজি ছিলেন।

৪) হযরাত আবু আক্বিল মন্তব্য করেন,আমি হযরাত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম-আমার জান আপনার উপর ক্বুরবান! হযরাত আবু বাকর ও হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আপনাদের হক্বুক্বের উপর কি কোন যুলুম করেছিলেন ?তোমাদের কোন হক্বকে কি গোপন করেছিলেন ? হযরাত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন ঃ আল্লার ক্বসম ! যিনি স্বীয় বান্দার উপর ক্বুরআন নাযীল করেছেন যা সকল জাহানের জন্য প্রতীক হয়ে থাকে-আমাদের হক্বুক্বের মধ্যে সরিষার দানার পরিমাণও তাঁরা (সিদ্দিকে আকবার ও ফারুক্বে আযাম) আমাদের উপর যুলুম করেননি।..(শারহ নাহযুল বালাগাত ৪/৮২ ইবনে আবি হাদিদ)মুহাম্মাদ বিন ইসাহাক্ব হযরাত ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে , যখন হযরাত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের গর্ভণর হলেন, তখন লোকেরা নিজেদের জানার উৎসুক ছিল -ওই সময় তিনি নিকটবর্তীদের অংশ কিভাবে করেছেন ? উত্তর দিলেন''ঐ ব্যাপারে হযরাতে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ত্বরীকা হয়রাত সিদ্দিক্বে আকবার ও হযরাত ফারুক আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত ছিল। (শারহে নাহযুল বালাগাত ৪/৮৪ পৃঃ ইবনে আবি হাদিদ)

৫) যখন খিলাফত হযরাত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে অর্পিত হল তখন 'ফিদাক' প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে কথা হলে, শেরে খোদা হযরাতে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ'র ক্বসম ! আমার ঐ বস্তু প্রত্যাবর্তনে লজ্জাবোধ হয় যেটা হযরাত আবু বাকার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রত্যাবর্তন করেননি এবং হযরাত উমারও অনুরূপ করেছেন। (শারহে নাহযুল বালাগাত ৪/৯৪ পৃঃ)

৬) হযরাত যায়েদ বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ফরমিয়েছেন ঃ ''আল্লাহর ক্বসম ! যদি বাগে ফিদাক এর মামলা আমার দায়িত্বে দেওয়া হত এবং আমাকে ফায়সালা করার জন্য বলা হত, তাহলে আমি সেই ফায়সালা করতাম যা হযরাত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন। '' (শারহে নাহযুল বালাগা ৪/৮২ পৃঃ)

এ সকল দলীল দ্বারা এটা প্রভাতের সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে, যখন আহলে বায়েতের নাম নিয়ে বাতিল শিয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে শানে সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু শানে বেআদবী করে চলেছে , পক্ষান্তরে কিন্তু আহলে বায়েতে কেরাম হযরাত সিদ্দিক্কে আকবারের ফায়সালাকেই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। মহান রব্বুল আলামিনে মহান দরবারে আর্জি তিনি যেন আমাদেরকে সঠিকভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা মাসলাকে আলা হযরতের উপর ক্বায়েম দায়েম রাখেন এবং প্রতিটি সাহাবী ও আহলে বায়েতদের প্রকৃত মুহাব্বাত যেন আমাদের অন্তরে জারী করে দেন। (আমীন;বে জাহে সাইয়্যেদিল মুরসালিন)

আল্লাহর ওলীরা আজও সালামের উত্তর দেন

কারামাতে সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

১.হযরাত সাইয়েদুনা আমির হামযা রাদিয়াল্লাহুর কবর হতে সালামের উত্তর দেওয়ার ঘটনা:-ফাতিমা খাযাইয়া বর্ণনা করেন,আমি ও আমার বোন সন্ধ্যার সময় একটি কবর স্থানে ছিলাম। আমি বললাম ,হে আমার বোন এসো আমরা হযরাত আমির হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরে সালাম করে নিই। সে সায় দিলে আমরা হযরাত আমির হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরে নিকট হতে সালাম দিলাম ,আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আম্মা রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমরা হযরাতে সাইয়েদুনা আমির হামযার কবর হতে সালামের উত্তর , ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু শুনলাম। (কেতাবুল মাগাজি ১ম খন্ড ২৬৮ পৃ:, দালায়েলুল নবুওত ৩য় খন্ড,খাসায়েসুল কুবরা ১ম খন্ড ৩৬৪পৃ:)

২. বায়হাক্বী স্বীয় সনদের সাথে বর্ণনা করেন, হাশিম বিন মুহাম্মাদ আল আমারি যে হযরাত সাইয়েদুনা মাওলা আলি রাদিয়াল্লাহু পুত্র হযরাতে ওমরের পুত্র ছিলেন,তিনি বর্ণনা করেন আমার পিতা আমাকে ফজরের সময় শোহাদাদের কবরে জিয়ারতের জন্য নিয়ে গেলেন। যখন কবরস্থানে পৌঁছালাম তখন তিনি জোর স্বরে বললেন: সালামুন আলাইকুম বেমা সাবারতুম ফা নিমা আক্বাবি দ্বার । উত্তর এল ,ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ইয়া আব্দাল্লাহ। আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি উত্তর দিলে? আমি বললাম,না। পুনরায় আমার পিতা আমার হাত ধরে ডানদিকে করে নিলেন এবং দুইবার সালাম করলেন। তিনবারই সালামের উত্তর এল। এই শুনে আমার পিতা শুকুরের সাজদা আদায় করলেন। (দালায়েলুল নবুওত ৩য় খন্ড ১২২,১৭৮ পৃ:, সাবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৪র্থ খন্ড ২৫৩ পৃ:)

৩.হাকীম সহীহ রেওয়াত দ্বারা বর্ণনা করেন যে,বায়হাক্বী দালায়েলুল নবুওতে স্বীয় সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন,আব্দুল বলেন-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদের শোহাদাদের জিয়ারত করলেন এবং ফরমালেন,হে আল্লাহ ,তোমার বান্দা ও নাবী সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে এঁরা হলেন শোহাদা এবং যারা এদের জিয়ারত করল কিংবা এঁদের সালাম করল তাহলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এঁরা সালামের উত্তর দিতে থাকবে। (মুসতাদরাক ৩য় খন্ড ৩১ পৃ:,দালায়েলুল নবুওত ৩য় খন্ড ৩০৭ পৃ:,কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৩৮২ পৃ:)

আশুরায় করণীয় ও বর্জণীয়

প্রশ্ন-১ঃ আশুরার দিন কিভাবে পালন করা উচিৎ?

উত্তরঃ- আশুরার দিনে পালনীয় কর্তব্য সমূহগুলি হল নিম্নরূপঃ- ১.রোযা রাখা, ২.সুন্দরভাবে গোসল করে সুন্দর পোশাক পরিধান করা,খুশবু ব্যবহার করা,তৈল ব্যবহার করা,সুরমা ব্যবহার করা,নখ কাটা হল উত্তম। ৩. নিয়ায-ফাতেহার আয়োজন করা; ৪. রাস্তার পথিকদের পানীয়(সরবৎ প্রভৃতি) পান করানো; ৫. ফকীর মিসকিনদের মধ্যে খাদ্য,বস্ত্র ও অর্থ বন্টন; ৬. অধিক খয়রাত করা ; ৭. নফল নামায আদায় সহ অন্যান্য নফল ইবাদতে মগ্ন হওয়া, ৮. শোহাদায়ে কারবালাদের তাজকেরার জন্য মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা প্রভৃতি। (কুতুবে আম্মা)

প্রশ্ন-২ঃ আশুরার রাত কিভাবে অতিবাহিত করা প্রয়োজন?

উত্তরঃ-আশুরার রাতে চার রাকায়াত নফল নামায আদায় করা উত্তম। নামায আদায়ের নিয়ম হলঃ-প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসি একবার, সুরা ইখলাস তিনবাব । নামায আদায়ের শেষে একশত বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে হবে। এরূপ করলে গুনাহ মাফ হবে এবং জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ নেয়ামত প্রদান করা হবে। (জান্নাতী যেওয়ার ১৫৭ পৃঃ)

প্রশ্ন- ৩ ঃ-মহরম মাসে কালো কাপড় পরিধান করা কিরূপ?

উত্তরঃ-মহরম মাসে সবুজ ও কালো কাপড় পরিধান করা হল শোকের চিহ্ন। আর শোক করা হল হারাম। বিশেষ করে কালো কাপড় পরিধান করা হল কালো রংয়ের বস্ত্র পরিধান হল শিয়া সম্প্রদায়ের আলামত। (ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৫০৪ পৃঃ)

অন্যত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ মহরমের দিন গুলিতে অর্থাৎ প্রথম মহরম হতে শুরু করে বারো মহরম পর্যন্ত তিন রংয়ের কাপড় পরিধান করা ঠিক নয়, এগুলি হল কালো,সবুজ ও লাল। কারণ কালো রং হল রাফেজিদের আলামত; সবুজ হল তাজিয়া মান্যকারীদের ত্বরীকা এবং লাল হল খারেজি সম্প্রদায়ের আলামত। (মা'য়া জাল্লাহ) খারেজি সম্প্রদায়ের লোকেরা খুশির প্রকাশ করতে লাল বস্ত্র পরিধান করে। (বাহারে শরীয়াত ১৬/৫৯ পৃঃ, আহকামে শরীয়াত)

প্রশ্ন-৪ ঃ- মহরমের দিনের অবৈধ কাজ সমূহগুলি কিরূপ?

উত্তর ঃ- মহরমের দিনের অবৈধ কাজ সমূহ গুলি হলঃ- ১. ঢোল,তাশা বাজানো ; তাজিয়া বানানো; তাজিয়ার সামনে মিন্নাত মানা,তাজিয়াতে ঝান্ডা বা পতাকা চড়ানো, ২. সবুজ কাপড় পরিধান; ৩. বাচ্চাদের গলাতে বিভিন্ন ডোর (তাগা জাতীয়) পরিধান করানো; ৪. ঘরে ঘরে শোক পালন ; ৫. শোহাদায়ে কারবালাদের উদ্দেশ্যে তিজা বা চাহরম পালন; ৬. মাতম করা-মাতমের উদ্দেশ্যে মর্শিয়া করা,বুক চাপড়ানো,চুল ছেড়া প্রভৃতি ৭. ইয়াযিদের জন্য কাতিবে ওহী হযরাত সাইয়্যেদুনা আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে বেআদবী করা ইত্যাদি হল অবৈধ । (সংগ্রহ ঃ -ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ১০/৫৩৭ পৃঃ,জান্নাতি জেওয়ার ১৫৬-১৫৭পৃঃ)

প্রশ্ন-৫ঃ তাজিয়া বানানো কিরূপ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন-তাজিয়া বানানো হল বে'দাত ও নাজা'য়েজ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৫০১ পৃঃ)

প্রশ্ন-৬ ঃ-তাজিয়ার সূত্রপাত কখন থেকে হয় ?

উত্তর ঃ- প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী জানা যায় যে, সুলতান তাইমুর লঙ্গের হুকুমত হতে তাজিয়ার সূত্রপাত ঘটে।

প্রশ্ন-৭ ঃ তাজিয়ার তামাশা দেখা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত , এরূপ তামাশা দেখা হল

নাজায়েজ। (আল-মালফুজ ২৮৬ পৃঃ)

ইমামে আহলে সুন্নাত আরও ইরশাদ করেন-যেহেতু তাজিয়া বানানো নাজায়েজ,সেহেতু নাজায়েজ বিষয়ের তামাশা দেখাও

প্রশ্ন-৮ ঃ তাজিয়াতে মিন্নাত মানা কিরূপ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন-তাজিয়াতে মিন্নাত মানা হল বাতিল ও নাজায়েজ।(ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৫০১ পৃঃ)

প্রশ্ন-৯ ঃ তাজিয়াতে কোনরূপ সহযোগীতা কি করা যাবে?

উত্তর ঃ - তাজিয়াতে যে কোনরূপ সহযোগীতা করা হল নাজায়েজ ও গুনাহের কাজ। হুযুর আলা হযরাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন- এটি হল রাফেজীদের ত্বরীকা। তাজিয়াকে জায়েজ মনে করে বানানো হল ফাসিক্ব দের ত্বরীকা। (ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ১০/৪৭১-৪৭২ পৃঃ)

প্রশ্ন-১০ ঃ তাজিয়া বানানো কি কুফর কিংবা শিরক্ ?

উত্তর ঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন ঃ তাজিয়া বানানো হল অবশ্যই নাজায়েজ ও বেদাত কিন্তু কুফর নয়। অপর একস্থানে ইরশাদ করেন,তাজিয়া বানানো শির্ক নয;এটা হল ওহাবীদের খেয়াল। হ্যাঁ,বেদাত ও গুণাহের কাজ। (আল্লাহ পাক অধিক জ্ঞানী) - (ফাতওয়া রেজবীয়া ২১/২২১ পৃঃ; ২২/৫০৩ পৃঃ)

প্রশ্ন-১১ ঃ তাজিয়ার তাযীম করা কিরূপ?

উত্তর ঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন ঃ তাজিয়া বানানো ,তাজিয়া দেখা জায়েজ নয়; তাযীম ও আক্বীদা পেশ করা হল কঠিন হারাম, নিকৃষ্ট বেদাত । আল্লাহ তায়ালা মুসলমান ভাইদের হক্ব রাস্তায় হেদায়াত দান করুন।-আমীন (ফাতওয়া রেজবীয়া ২২/৪৮৯ পৃঃ)

প্রশ্ন-১২ ঃ তাজিয়ার দ্বারা কি কোনরূপ হাজাত পূরণ হয় ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ তাজিয়া কে হাজাত রাওয়া অর্থাৎ হাজাত পূরণ হওয়ার মাধ্যম মান্য করা হল মূখর্মীর উপর মূর্খামী। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৪৯৯ পৃঃ)

প্রশ্ন-১৩ ঃ কোন মুসলমান যদি তাজিয়া বানায় তাহলে কি পরিমাণ গুণাহ হরে?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ বেদাতের যা গুণাহ তা হবে; গুণাহের পরিমাপ করা দুনিয়ায় জন্য নয়। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৫০৯-৫১০পৃঃ)

প্রশ্ন-১৪ ঃ তাজিয়ার উপর যে মিষ্টি দেওয়া হয় তা কি খাওয়া বৈধ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ তাজিয়ার উপর প্রদত্ত মিষ্টি যদিও হারাম নয় কিন্তু তা খাওয়ার ফলে জাহেলদের প্রচলিত একটি নাজায়েজ ক্রিয়া শরীয়তের মধ্যে বর্ধিত করা,এবং ছেড়ে দিলে তাজিয়ার নফরত করা বোঝাবে। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৪৯১পৃঃ)

প্রশ্ন-১৫ ঃ পতাকা,তাজিয়া দেখার জন্য ঘর হতে বের হওয়া কিরূপ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু

আনহু ইরশাদ করেছেনঃ যেটা নাজায়েজ কাজ তার তামাশা দেখতে যাওয়াও হল গুণাহের কাজ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৪৯৯ পৃঃ)

প্রশ্ন-১৬ ঃ যে সকল মাজলিসে মারসিয়া ইত্যাদি হয় সেসব মাজলিসে অংশ গ্রহণ করা কিরূপ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ সে সকল মাজলিসে অংশ গ্রহণ করা হল হারাম। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৫০৯পৃঃ)

প্রশ্ন-১৭ ঃ মহরম মাসে বিবাহ শাদী করা বৈধ কীনা?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমামআহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ মহরম মাসে নেকাহকরা বৈধ। নেকাহ করা কোন মাসে অবৈধ নয়। (ফাতওয়া রেজবীয়া ১১/২৬৫পৃঃ; ২৩ খন্ড ১৯৩ পৃঃ)

প্রশ্ন-১৮ ঃ মহরম শরীফের দশ তারিখ পর্যন্ত কারবালার শোহাদাদের স্মরণে শোকাগ্রস্থ থাকা এবং শোক মানানো কিরূপ ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ মহরম শরীফে দশ তারিখ পর্যন্ত শোকাগ্রস্থ থাকা হল নিষেধ ও নাজায়েজ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৫০৭ পৃঃ)

প্রশ্ন-১৯ ঃ মহরম মাসের দশ তারিখে চুলা জ্বালানো,রুটি পাকানো,ঝাড়ু লাগানো ইত্যাদি কি চলে না?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ এই সকল বিষয় হল শোকের প্রকাশ আর শোক করা হল হারাম।(ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৪৮৮ পৃঃ) এর দ্বারা এটা সাবস্ত্য হয় যে,মহরমের দশ তারিখে চুলা জ্বালানো,রুটি পাকানো ইত্যাদি ক্রিয়া হল বৈধ।

প্রশ্ন-২০ঃ এটা কি সত্য যে, মহরম মাসে শুধুমাত্র ইমাম হুসাইন ও অন্যান্য শোহাদায়ে কারবালা ব্যতীত আর কারও নামে ইসালে সাওয়াব করতে হয় না?

উত্তরঃ- জি- না ,আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ মহরম সহ অন্য যে কোন সময়ে সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও আওলিয়াদের নিয়াজ এবং প্রতিটি মহরমের ১০ তারিখেই বা হোক না কেন। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪/৪৯৯ পৃঃ)

প্রশ্ন-২১ ঃ ইয়াজিদ পালিদ বলা কি চলবে?

উত্তর ঃ হুযুর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতওয়া রেজবীয়া শরীফে ইয়াজিদ কে পালিদ লিখেছেন। অতিরিক্ত অপর একস্থানে আলা হযরাত ইরশাদ করেছেন ঃ ইয়াজিদ বেশাক পালিদ ছিল;তাকে পালিদ বলা ও লেখা হল জায়েজ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ১৪/৬০৩পৃঃ)

প্রশ্ন-২২ ঃ শোনা যায় যে, ইমাম যায়নুল আবিদিন ইয়াজিদের জন্য মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ নিয়মে নামায আদায়ের নসীহত করেছিলেন এটা কতদূর সঠিক?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ এই ঘটনা নিছক আসল নয়। হযরাত কোন নামায ঐ পালিদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে আদায়ের শিক্ষা দেননি। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৮/৫২পৃঃ)

প্রশ্ন-২৩ ঃ মুসলমানদের মহরম শরীফে পানি শরবত ইত্যাদির আয়োজন করা কিরূপ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ পানি ও শরবতের আয়োজন করা,যদি তা নেক নিয়াতে হয় এবং শুধুমাত্র আল্লাহর

রেজামন্দির জন্য হয় আর পবিত্র রুহের উদ্দেশ্যে সাওয়াব পৌঁছানো হয়,তাহলে তা নিঃসন্দেহে মুস্তাহাব ও সাওয়াবের কাজ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৫২০ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৪ ঃ শিয়াদের আয়োজিত পানি শরবত ইত্যাদি সুন্নীদের জন্য পান করা বৈধ কী-না?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ মুতাওতীর(প্রশিদ্ধ মত) অনুযায়ী শোনা গেছে যে,সুন্নীদের পান করার জন্য যা প্রদান করা হয় তাতে নাপাক দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়;কিছুই যদি না হয় তাহলে তারা(শিয়া) নাপাক জাতীয় আংশিক কিছু মিশ্রিত করে।(ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৫২০ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৫ ঃ শিয়াদের মাজলিসে গিয়ে সুন্নী মুসলমানদের শাহাদাতের বায়ান শোনা কি বৈধ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ শিয়াদের মাজলিসে -মার্সিয়া প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করা হল হারাম। ঐ বদ যবান-নাপাক প্রকৃতির লোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে কু-কথা বলে থাকে। ঐ প্রকৃতির মূর্খ শ্রোতাদের খবরই হয়না যে, তাদের মাজলিসের বর্ণিত ঘটনা অবাস্তব ও মনগড়া মিথ্যাপ্রকৃতির;তাছাড়া মাতাম হারাম হতে মুক্ত নয়। আর তার দেখে শুনে মানাও করতে পারবে না। অতএব ঐ সকল স্থানে যাওয়া হল নিষেধ। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৩ খন্ড ৪০৭ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৬ঃ মায়দানে কারবালায় হযরাতে ক্বাসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিবাহ কি হয়েছিল?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ কারবালার মাঠে এই (হযরাত ক্বাসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর) বিবাহ হওয়া প্রমাণিত নয়। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৩ খন্ড ৪০৭ পৃঃ)

যদিও মুফতী জালালুদ্দিন আহমদ আমজাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন,হযরাত ক্বাসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বিবাহ হযরত ইমাম আলি মক্কামের সাহাবজাদি হযরাত সাকীনার সহিত ঠিক হয়েছিল। (খুৎবাতে মুহার্‌রম ৪১০ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৭ ঃ ইমাম হুসাইন ও অন্যান্য শোহাদায়ে কারবালাদের শাহাদাতের ঘটনা কিংবা অবস্থা বর্ণনা করা কিরূপ ?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ যিকির শাহাদাত যদি তা মনগড়া না হয, কিংবা তার মধ্যে কোন প্রকৃতির খারাপ কথা না থাকে এবং অবাঞ্ছিত নিয়াত হতে মুক্ত হয়,অর্থাৎ সঠিক প্রকৃতির হয় তাহলে সালেহীনদের যিকির দ্বারা আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হয়। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৪ খন্ড ৪১৭ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৮ ঃ শোহাদায়ে কারবালার উদ্দেশ্যে ইসালে সাওয়াবের জন্য যে খিচুরি প্রস্তুত করা হয়,তা কোথা হতে প্রমাণিত ? খিচুরি রান্না করা কি জরুরী?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ খিচুরি কোথা হতে প্রমাণ হয় ! যেখান থেকে শাদি পোলাও,দাওয়াতের জর্দা প্রমাণ হয় সেখান থেকে। এটি হল তাখশিশে উরদীয়া,শরয়ীয়া নয়। যে এটাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী মানে সে বিপথে রয়েছে। (ফাতওয়া রেজবীয়া ২৩ খন্ড ৪০৭ পৃঃ)

আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আশুরার দিনে খিচুরি পাকানো ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়। আবার এটা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কোন শরয়ী দলীলও নেই। বরং একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, খাস আশুরার দিনে খিচুরি পাকানো হযরাত নুহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ।সুতরাং বর্ণিত হয়েছে-যখন তুফান হতে নাযাত পেয়ে হয়রাতে নুহ আলাইহিস সালামের নৌকা জুদি পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে লাগে। ঐ দিন

ছিল আশুরার দিন । আল্লাহর নবী হযরত নুহ আলাইহিস্ সালাম নৌকা হতে সকল আনাজ বাইরে বের করে ফুল(বড় মোটর),গম,যব,মুসুর ,চাউল, পেঁয়াজ অর্থাৎ সাত প্রকারের আনাজ বের করে একটি বড় হাঁড়িতে মিলিয়ে পাকিয়ে ছিলেন। সুতরাং আল্লামা শাহাবুদ্দিন কালউবি মন্তব্য করেন-মিসরে যে খাবার আশুরার দিনে 'তাবিখুল হবুব'(খিচুরি) নামে পরিচিত ,তার আসল দলীলহযরত নুহ আলাইহিস্ সালাম এব. আমল হতে নেওয়া হয়। (জান্নাতী জেওয়ার ১৬০ পৃঃ)

প্রশ্ন-২৯ ঃ ইয়াজিদ কে কাফের বলা যাবে কি?

উত্তরঃ- আলা হযরাত,মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেনঃ ইয়াজিদের ব্যাপারে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের মধ্যে তিনটি মত বিদ্যমান ঃ-

১.ইমাম আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত অনুযায়ী ইয়াযিদ হল কাফের। এমতাবস্থায় তার মুক্তি হবে না।

২. ইমাম গাজ্জালী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতানুযায়ী,সে হল মুসলমান। তার উপর যতই আযাব হোক না কেন পরিশেষে বখশিশ জরুর হবে।

৩. ইমামে আযাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। আমরা তাকে (ইয়াজিদ) না মুসলমান বলব, না কাফের বলব। সুতরাং আমরাও এরূপ করব। (সূত্র ঃ ফাতওয়া রেজবীয়া ১৪ খন্ড ২৮৬ পৃঃ)

প্রশ্ন-৩১ ঃ মহরমের ১লা তারিখের করণীয় কোনবিশেষ আমল আছে কি ?

উত্তর ঃ-জি,রয়েছে যেরূপ হল ঃ ৯ম পারা,সুরা আ'রাফ আয়াত ৯৭,৯৮,৯৯

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾
أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾
أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

এই আয়াত সমূহের বরকাত ও ফযীলাত সর্ম্পকে শাইখুল হাদিস আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেন, মহরাম মাসের প্রথম তারিখে উক্ত তিনটি আয়াত কাগজের মধ্যে লিখে পানিতে ধৌত করে গৃহের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দিলে সেই গৃহ সাপ,বিছা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার অনিষ্টকারী ক্ষতিকর প্রাণী হতে হেফাজতে থাকবে। (মাসায়েলুল কুরআন ২৭২ পৃঃ)

প্রশ্ন-৩২ ঃ আশুরার দুয়ার ফযীলাত কি?

উত্তর ঃ শাইখুল হাদিস হযরাত আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেন , একবছরের জীবনবীমা হল দুয়ায়ে আশুরা। এই দুয়া হল খুবই পরিক্ষিত। হযরাত ইমাম যায়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ যে ব্যক্তি মহরমের দশ তারিখে সূর্য উদিত হওয়ার সময় থেকেনিয়ে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর্যন্ত এই দুয়া পাঠ করবে কিংবা কারও দ্বারা পাঠ করে শ্রবণ করবে,তাহলে সম্পূর্ণ বছর তার জীবনের বীমা হয়ে যাবে। কক্ষণই (সে বছব) মৃত্যু হবে না ; আর যদি হয় তাহলে আশ্চর্যভাবে পড়ার তৌফিক হবে না। (ইনশা আল্লাহ) (মাজমুআ ওজাইফ ১০৬-১০৭পৃ)

ইমামে আহলে সুন্নাতের নামের পূর্বে 'আলা হযরত' লেখনী - একটি তাহক্কীক্ব

..... নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরূদ্ধচারণ করা নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষদের একটি চিরন্তন অভ্যাস। বিতর্কের মাধ্যমে নিজদের মন্দ চরিত্রের অপ্রকাশ ঘটানোর অপচেষ্টা হল এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে কিছু এই প্রকৃতির মানুষ ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামের পূর্বে 'আলা হযরত' ব্যবহার কে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে নিজেদের পশু সমতুল চরিত্রকে প্রকাশ করে ফেলেছে। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতক পূর্বে এই বিতর্কের জবাব ওলামায়ে আহলে সুন্নাত নিজেদের ক্ষুরধার লেখনীর দ্বারা. বির্তকের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলা হল ফিৎনার উৎপত্তিস্থল। কারণ এখানকার মানুষেরা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা সম্পর্কে সচেতন নয়। যোগ্য অযোগ্য সকলের ঠাঁই এই বঙ্গভুমিতে । অকটমূর্খদেরও স্থান হয় বড় বড় ষ্টেজে । যোগ্যদের সংখ্যা না বরারর। আক্বীদা সম্পর্কে অচেতন লোকেরাও গলা বাজাতে পারলেই এখানকার বড় বক্তা। সুযোগ সন্ধানি বাতিল ফিরকার লোকেরা. ছদ্মবেশ ধারণ করে সুন্নীদের ষ্টেজের অলংকার হতেও কম যায় না। এককথায়, জগতের অচলেরা বাংলায় এসে সচল হয়ে যায়। যাইহোক, ওই ধরণের কিছু ধর্মদ্রোহী এ বলে বিতর্কের পরিবেশ তৈরী করেছে- ''সুন্নী বেরেলবীরা অন্যান্য ওলী বুজুর্গের নামের পূর্বে শুধু হযরত ব্যবহার করে, অথচ যখন আহমদ রেজা বেরেলবীর নাম আসে তখন 'আলা হযরত' ব্যবহার করে। ফলতঃ তারা আহমদ রেজা কে ওলীদের চেয়ে বাড়িয়ে দেয় এবং নবীদের চেয়েও। ''

এদের দাঁতভাঙ্গা উত্তর লিখনের পূর্বে এটা বলি, বিতর্কিত লোকেদের এধরণের বক্তব্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বেরেলবীদেব তথা ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি চিরশত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। হুযুর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যাঁর অতুলনীয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জাষ্টিস আল্লামা মুফতী সৈয়দ শাহুজাত আলি ক্বাদেরী রহমাতুল্লাহ আলায় বলেন–

He was pious like Ahmed bin Hambal and Sheik Abdul Qadir Jilani(May Allah be pleased with them). He had true acumen and insight of Imam Abu Yousuf. He commanded the force of logic like Imam Rafei and Imam Ghazzali, bold enough like Mujaddid Alf-Thani and Mansoor Hallaj to Proclaim the truth. Indeed, he was introlerant to Proclaim the truth. Indeed, he introlerant to non-beliverse, kind and sympathetic to devotees, and the affectionates of the Holy prophet (Peace be upon him).

''তিনি (আলা হযরাত) ছিলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও বড়পীর শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুমাদের মত নিষ্ঠাবান ! ইমামে আযম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের ন্যায় ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন। ইমাম রাফী ও ইমাম গাজালীর ন্যায় ছিলেনদর্শনবিদ। মুজাদ্দেদ আলফে সানি ও মনসূর হাল্লাজের মত ছিলেন খোদাভিরু। তিনি অবিশ্বাসকারীদের জন্য ছিলেন অসহিষ্ণু, বিশ্বাসীগণদের জন্য ছিলেন দয়ালু ও নিষ্ঠাবান। রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা।''

ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামের পূর্বে 'আলা হযরত' ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলি, শুধু ইমামে আহলে সুন্নাত কেন পূর্বের শ্রেষ্ট ওলামাদের নামের পূর্বে 'আলা' কিংবা 'আযম' শব্দের ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি রীতি। অথচ, কোনরূপ বিতর্ক না তাঁদের সমকালীনযুগে ছিল, না পরবর্তী যুগে । যেমন, ইমামে আযাম, গাওসে আযাম, ফক্বীহে আযাম প্রভৃতি। তাছাড়াও বিভিন্ন ইতিহাস প্রসিদ্ধ

ব্যক্তিদের নামের পূর্বেও যেমন পাকিস্থানের জনক আলি জিন্নার নামের পূর্বে কায়েদে আযামের ব্যবহার, দেশের প্রধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহারে চলন প্রতিনিয়ত ব্যাপার।অতএব, এরদ্বারা একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র প্রতিফলিত হয় যে, কারও নামের পূর্বে পদবীসুচক 'আলা' কিংবা 'আযাম' শব্দের ব্যবহার দ্বারা উক্ত ব্যক্তির সমকালীন কিংবা তাঁর পরবর্তী কালীনদের জন্য ন্যস্ত হয়। তাঁর পূর্বকালীনদের কিংবা তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিতদের তুলনায় সাব্যস্ত করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

আর রইল, ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামের পূর্বে আলা ব্যবহারের বৈধতা যা, কোরআন হাদিস তাফসীর শাস্ত্রের অসংখ্য দলীল দ্বারা সূর্যের রশ্মির ন্যায় সাব্যস্ত। এই স্থলে শুধুমাত্র একটি দলীল কোরান শরীফ হতে উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ-

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(সুরা আল ইমরান আয়াত নং ১৩৯)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন, তোমরা হবে আলা যদি তোমরা মু'মিন হও। অর্থাৎ, মুমিনরা হল আলা। এই আয়াতে তাফসির প্রসঙ্গে ইমাম ক্বুরতুবী বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াতটি এই উম্মতদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। তাহলে, যদি মুমিনদের উদ্দেশ্যে আলা শব্দ বলা হয়, তাহলে ইমাম আহমদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যেও আলা শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনরূপ দ্বি-মত থাকতে পারে না।

কে সেই মুফতী আযম সাহেব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)?

নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী

** ঐ ফক্বীহ যাঁর মধ্যে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুদ্রের সংগম হয়েছিল।

** ঐ ফক্বীহ যাঁকে তাজদারে আহলে সুন্নাত হুযুর মুফতী-এ -আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু কানুনে শরীয়তের লেখক হুযুর শামসুল ওলামার নিকট হতে চেয়ে নিয়েছিলেন।

** ঐ ফক্বীহ যিনি ফিকহ ও ফাতওয়ার ক্ষেত্রে উলুমে আলা হযরতের অংশীদার হয়েছিলেন।

** ঐ ফক্বীহ যাঁকে তাদরিস ও ইফতা'র জন্য তাজদারে আহলে সুন্নাত হুযুর মুফতী-এ -আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু শামসুল ওলামার নিকট চেয়েছিলেন এবং যাঁকে দেখা মাত্রই হুযুর মুফতী-এ-আযম হিন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের গলায় লাগিয়েছিলেন এবং ইরশাদ করেছিলেন ঃ আমার চিন্তা দূরীভূত হয়েছে।

** ঐ ফক্বীহ যিনি ফারসীর পাহলী হতে বুখারী শরীফ অর্থাৎ সম্পূর্ণ দারসে নিজামী একই ওস্তাদের নিকট পড়েছিলেন। ওস্তাদ হলেন শামসুল ওলামা যিনি মানতিক ও ফালসাফার ইমাম ছিলেন।

** ঐ ফক্বীহ যাঁকে সরকার মুফতী-এ-আযম হিন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় দারুল ইফতার প্রধান ও দারুল উলুম মাযহারে ইসলামের সাদরুল মুদ্দাররিসিন করেছিলেন।

** ঐ ফক্বীহ যিনি রেজবী দারুল ইফতার উন্নতি, দারুল উলুম মাযহারে ইসলামের খিদমত, মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার ও প্রসারে ৬০ বছর যাবৎ নিযুক্ত ছিলেন।

** ঐ ফক্বীহ যাঁর দ্বীনি ও মিল্লাতের প্রচার প্রসার, তাবলিগ, দারস তাদরীস, ফাতোয়া প্রদান ও আরও অন্যান্য খিদমতকে দেখে হুযুর মুফতী-এ-আযম হিন্দ ইরশাদ করেছিলেন ঃ "মৌলানা আযম হল খিদমতের মেশিন।"

** ঐ যুগোপযোগী ফক্বীহ যিনি মারকাযে আহলে সুন্নাত ও মাসলাকে আলা হযরতে আওয়াজ ঘর ঘর পৌঁছানোর জন্য মাাসিক পত্রিকা 'দামানে মুস্তাফা' জারী করেন। যেটা দেখে সরকার মুফতী-এ-আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু আনন্দিত

হয়েছিলেন এবং দোয়ার দ্বারা ধন্য করে বলেছিলেন ঃ এই পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকবে।

** ঐ ফক্বীহ যিনি বেদাতী, অস্বীকারকারী, ওহাবী ও বাতিল ফিরকাদের কোরআন হাদিসের অকাট্য দলীল দ্বারা সারা জীবন খন্ডন করেছিলেন।

** ঐ ফক্বীহ যাঁর পিছনে প্রথমবার নামায আদায় করে হুযুর মুফতী-এ-আযম হিন্দ ইরশাদ করেছিলেন ঃ ''মৌলবী আযম সুন্দর কোরান তেলয়াত করে।''

** ঐ ফক্বীহ যিনি প্রকৃতপক্ষে আশিকে আলা হযরত ও ফানাফিশ শায়েখের মরতবার অধিকারী ছিলেন।

** ঐ ফক্বীহ যাঁর জন্য মাদারে আহলে সুন্নাত ইরশাদ করেছিলেন ঃ আমার নিকট সরকার আলা হযরতের পাগড়ী ও চাটাই রয়েছে। নুরী মাসজিদ রাওনা হওয়ার সময় পাগড়ী বেঁধে দিতে হবে, চাটাই দিয়ে দিতে হবে; সুতরাং সরকার মুফতী-এ-আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজবী দারুল ইফতাতে ফক্বীহ আযম সাহেবের মস্তকে পাগড়ী বেঁধে দিয়েছিলেন এবং চাটাই প্রদান করে নুরী মাসজিদে রাওয়ানা করিয়েছিলেন।

** ঐ ফক্বীহ যাঁর কাছে হুযুর মুফতী-এ-আযম ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, নিজের জিন্দেগীতে কখনও বেরেলী ছেড়ে যাবে না। ওয়াদা মোতাবিক হযরত আযম সাহেব স্বীয় পীর ও মুর্শিদের নিকট কৃত ওয়াদা এমনই নিভিয়েছিলেন যে, জীবদ্দশায় কখনও স্বীয় এলাকা ফিরে যাননি বরং ইনতেকালের পর ৮২ সাল বয়সে প্রিয় এলাকা টান্ডা তাশরীফ নিয়ে গেছেন।

** ঐ ফক্বীহ যাঁর সহিত আল্লামা মুফতী রাইহানে মিল্লাত রাইহান রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহির সহিত বন্ধু সুলভ সম্পর্ক ছিল।

** ঐ ফক্বীহ যিনি যখন সাহেবে সাজ্জাদা খানকাহে রেজবীয়া হযরত আল্লামা মৌলানা মুহাম্মাদ সুবহান রেজা খান সুবহানী মিঞা'র নিকট যেতেন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতেন, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর দিতেন ঃ ''বড়ি খানকাহ কে বড়ে সাহাব জাদাহ সে মিলনে জা রাহা হু''

** ঐ ফক্বীহ যিনি প্রতি বছর ১৫ ই শা'বান কাশানায়ে তাজুশ্‌শরীয়া ''বায়তুর রাযা'' তে হুযুর তাজুশ্‌শরীয়ার সাথে সাক্ষাতে যেতেন।

** ঐ ফক্বীহ যাঁকে হুযুর মুফতী-এ-আযম রাদিয়াল্লাহুর দামাদ মৌলানা সাজিদ মিঞা ও নাওসায়ে হুযুর মুফতী-এ-আযম মুফতী খালিদ রেজা মাজহারে ইসলামের মুফতী মসনদে থাকাকে জিনাত বলে মনে করতেন।

** ঐ ফক্বীহ যিনি নাওসায়ে হুযুর মুফতী-এ-আযম হিন্দ হুযুর জামালে মিল্লাতের ওস্তাদ ছিলেন। যখন যখন কাশানায়ে মুফতী-এ-আযমে তাশরীফ নিয়ে আসতেন উভয় উভয়ের হাতে বুসা দিতেন।

** ঐ ফক্বীহ যাঁর জন্য হযরত আল্লামা কামরুজ্জামা খা বলেছিলেন, মহৎ ব্যক্তিত্ব। সেখান থেকে তিনি ফতওয়া প্রদান করতেন। তিনি হুযুর মুফতীয়ে আযাম হিন্দের স্নেহ ধন্য ছিলেন এবং তাঁর থেকে তিনি খেলাফতও লাভ করেন।

মুফতী মহম্মদ আজম সাহেব ক্বীবলা'র ওফাত সুন্নী দুনিয়ার নক্ষত্রের পতন

মাওলানা মজিবুর রহমান মানযারী (বান্দখালা, বীরভূম)

ইংরেজী ৬ মে ২০২৩ মুতাবেক ১৫ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী, দুনিয়া থেকে চীরতরে বিদায় নিলেন সুন্নী দুনিয়ার এক আযিম বুজুর্গ, ওস্তাজুল আসাতিজা শায়খুল হাদিস হুযুর মুফতী আযাম সাহেব ক্বীবলা রহমাতুল্লাহি আলাইহি। মাসলাকে আলা হযরতের খেদমতে তিনি নিজের সারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে লাখো ছাত্রদের হাদিস পড়িয়েছিলেন, সমাধান করেছেন হাজারো শারঈ মাসায়ালা। আসুন তাঁর পবিত্র জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করি।

হুযুর মুফতী মুহাম্মাদ আযম সাহেব ক্বীবলা জন্মগ্রহণ করেন উত্তর প্রদেশের টান্ডা জেলার আম্বেদরক নগরে। এরপর তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য ভর্তি হন টান্ডা জেলার মাদ্রাসা মানযারে হক্ক এ। সেই সময় উক্ত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও শাইখুল হাদিস ছিলেন বিখ্যাত গ্রন্থ কানুনে শরীয়তের লেখক শামসুল ওলামা হুযুর শামসুদ্দিন জাফরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হুযুর মুফতি মুহাম্মাদ আযাম সাহেব ক্বীবলা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র। খুব অল্প সময়ের মধ্যে হুযুর শামসুল ওলামার নিকট থেকে তিনি ইলমের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান অর্জন করে নেন। ওই মাদ্রাসা থেকেই ফারাগাত হাসিল করেন।

শিক্ষা অর্জন করে নাগপুরে জামেয়া আরাবীয়াতে শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। এক বছর পর ১৯৫৬ সালে হুযুর মুফতীয়ে আযাম হিন্দ আলাইহির রহমা'র আদেশে যোগদেন বেরেলী শরীফের দারুল উলুম মাযহারে ইসলামে। এরপর তাঁর জ্ঞানের বাহার দেখে হুযুর মুফতীয়ে আযম হিন্দ তাঁকে মাযহারে ইসলামের শাইখুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে থেকে দেশ বিদেশেব ছাত্রদের জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করান। হুযুর মুফতীয়ে আযম হিন্দের সাহচর্যে থেকে তিনি ফাতওয়া ফারায়েজের জ্ঞান অর্জন করেন। দারুল উলুম মানযারে ইসলামের শাইখুল হাদিস থাকার পাশাপাশি হুযুর মুফতী আযম হিন্দ তাঁকে দারুল ইফতার প্রধান মুফতী পদে নিয়োগ করেন ১৯৫৭ সালে।

হুযুর মুফতীয়ে আযম হিন্দ তাঁকে ১৯৫৭ সালে বেরেলী শরীফের ষ্টেশন সংলগ্ন নুরী মাসজিদের খাতিব ও ইমাম নিযুক্ত করেন। তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত উক্ত পদে তিনি বহাল ছিলেন। পরম মমত্ব ও দ্বীনের দরদ নিয়ে তিনি খিদমত করে যান। তাঁর ছাত্ররা এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা স্মরণ করে থাকেন।

গুচ্ছ কবিতা

মনের ঘরে মায়ের জায়গা নেই

(মোহাম্মাদ মুন্তাজুল সেখ (বি,এ; বি.এড)

মায়ের মতন এত আপন কেউ নাই দুনিয়ায়,
মা যে আমার দুঃখের সাথী সুখের সাথী নয়.
তবুও আমার মনের ঘরে কেন মায়ের জায়গা নাই?
মাগো তোমায় ভালবাসি বলতে শরম পাই।
১) শিশু ছিলাম যখন মাগো কত আদর করে,
খাওয়াইছো পড়ায়ছো মাগো কত যত্ন করে।
হাটতে আমি জানতাম না শিখিয়েছো মোরে হাঁটা,
আদর করে বলিয়েছো মা দাদা পাপা-পাপা।
তবুও আমার মনের ঘরে কেন মায়ের জায়গা নাই?
মাগো তোমায় ভালবাসি বলতে শরম পাই।
২) আমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখে মাতা দিবা নিশি,
মনের মতো গড়বো তোমায় টাকা লাগুক যতই বেশি।
১৪ ঘন্টায় কাজ করে বাবা সংসারের ঘানি চালায়,
পরের বাড়ি কাজ করে মা পড়ার খরচ মেটায়।
তবুও আমার মনের ঘরে কেন মায়ের জায়গা নাই।
মাগো তোমায় ভালবাসি বলতে শরম পাই।
৩) অসুখ বিসুখ হলে আমার কষ্ট লাগে মায়ের,
মোনাজাতে বলে আল্লাহ রোগ দূর করো মোর সন্তানের।
টাকাকড়ি না থাকেলেও ওষুধ চলে আসে,
ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়ে ওষুধ খাওয়াও ভালো বেসে।
তবুও আমার মনের ঘরে কেন মায়ের জায়গা নাই।
মাগো তোমায় ভালবাসি বলতে শরম পাই।
৪) বড় হলে, বিয়ে হলো, টাকার মালিক হলে,
ভুলে গেলে মায়ের আদর রাখলে বৃদ্ধাশ্রমে।
সময় আছে মা জননীর সেবা করো গিয়ে,
জান্নাত তোমার মিলবে যে ভাই মায়ের চরণ তলে।
তবুও আমার মনের ঘরে কেন মায়ের জায়গা নাই।
মাগো তোমায় ভালবাসি বলতে শরম পাই।
৫) মাকে ভালো বেসেছিলো হযরত ওয়েশ ক্বরণী,
জুব্বা পেলেন প্রিয় নবীজির ধন্য জীবন খানি।
মুন্তাজুল বলে মায়ের দোয়ার সেবায় করোনা অবহেলা,
মায়ের দোয়ায় যাইগো পাওয়া নবী রহমত ওয়ালা।
তবুও আমার মনের ঘরে কেন মায়ের জায়গা নেই।
মাগো তোমায় ভালবাসি বলতে শরম পাই।

পনেরো শতকের মুজাদ্দিদ

(মহম্মদ মেহেদী হাসান জামালী, এম. এ)

এ শতাব্দীর কে মুজাদ্দিদ
মুফতী আযম হিন্দ
মুফতী আযম হিন্দ।।
শের এ রেযা, বীর মুজাহিদ
মুফতী আযম হিন্দ
মুফতী আযম হিন্দ।।
নবী-প্রেম ইসলাম
নবী-প্রেম ঈমান,
নবী প্রেম ছাড়া
শূন্য জীবন।
নবী প্রেমেব দিলেন তাগিদ
'মুফতী আযম হিন্দ
মুফতী আযম হিন্দ।।
দেওবন্দী কাঁপে
ওহাবী কাঁপে
মুফতী আযমের
হায়দারী হাঁকে
দ্বীন ও মিল্লাতের করলেন তাজদীদ
মুফতী আযম হিন্দ
মুফতী আযম হিন্দ।।
সরকার বদল হয়,
সরকার অচল হয়,
মুফতী আযমের
এক কথায়।
যুগের সেরা জাহিদ ও আবিদ
মুফতী আযম হিন্দ
মুফতী আযম হিন্দ।।
আহলে হকিকত
আহলে মারেফাত
ছয় মাসে দিল
তোমায় খেলাফত।
তুমি মুজাদ্দিদ ইবনে মুজাদ্দিদ
মুফতী আযম হিন্দ
মুফতী আযম হিন্দ।।

জামালী হয়ে
তোমায় পেয়ে
উঠলো মন আমার
খুশিতে গেয়ে
আমার রাহবার দাদা মুর্শিদ
মুফতী আযম হিন্দ
মুফতী আযম হিন্দ।।

ফালাহ

মহম্মদ মইদুল ইসলাম রেজবী
(শিক্ষক ঃ জাঙ্গীপুর মুনিরীয় হাই মাদ্রাসা)

ডাক দিচ্ছে ঐ মোয়াজ্জিন মিনারে দাঁড়াইয়া,
হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ।

নামায হলো দ্বীনের খুঁটি বেহেস্ত যায় খুলিয়া,
হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ।

নামাযে হয় খোদার দিদার খুশি মদিনা ওয়ালা,
হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ।

মোমিনের মেরাজ নামাযে ঝরে যায় সব গুনাহ,
হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ।

আলসেমি ছাড়ো নামায পড়ো করোনা হেলাফেলা,
হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ।

ওযু করে নামায পড়ো পেশানি হবে উজ্জ্বলা,
হাইয় আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালহা।

বিশৃঙ্খলা

সেতাব (গোকুলপুর, বীরভূম)

মহাজাগতিক বিশৃঙ্খলা চলছে অবাধ,
উচ্চ শিরে, করাঘাতে করছি প্রতিবাদ।
ভালবাসার নামে আঘাত যায় না তো বোঝা
স্নেহ, মায়াতেও বিশৃঙ্খলা বোঝাটা কি এতটা সোজা?
টাকার বিনিময়ে স্বপ্ন হচ্ছে বিকরি,
সমাজ সেবকেরাও করছে ফন্দি ফিকিরি।
যুগযুগ ধরে চলছে বিশৃঙ্খলা
কী বললাম! এত বোঝা ভারি ঠেলা।
সুখের মাঝেও দুঃখ বিরাজ,
হাসির মুখোসে সত্য লুকিয়েছে আজ।
কীসের আঘাত কীসের যন্ত্রনা গেছি ভুলে,
ছেড়া শেকড় ফিরবে কি পুরোনো তার মূলে?

ত্রৈমাসিক সুন্নী দর্পন পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

১. ধর্মীয় সংস্কার মূলক দলীল ভিত্তিক রুচিশীল প্রবন্ধ, নাত, মানকাবাত, সুন্নী দর্পণ পত্রিকায় স্থান পাইবে।
২. লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩. বৎসরে যে কোন সময় নিয়মিত গ্রাহক হওয়া যায়।
৪. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০/- টাকা মাত্র। ৫. বাৎসরিক ডাকসহ ২৫০/- টাকা মাত্র।

লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা

TOROYMASIC SUNNI DARPAN PATRIKA
Mob :- 9800246677, 9775195662, 9732030031

পত্রিকা পাইবার ঠিকানা

- আশরাফিয়া নেট সেন্টার, হোসেন মোড়, জঙ্গিপুর (9775195662)
- মুসলিম বুক ডিপো, কালিয়াচক, মালদা।
- মুফ্তী বুক হাউস, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
- ফিক্‌রে রেজা একাডেমি, কাপসিট মাদ্রাসা, বর্ধমান।
- রায়হান বুক ডিপো, পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।
- দাতা ষ্টোর, রামপুরহাট, বীরভূম।

-:পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়:-

সুন্নী দর্পন
(ছন্দের মাধ্যমে) --

সু - সুন্নী মোরা ক্বোরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াসের অনুসারী।
ন - নত করিনা শির সম্মুখে ছাড়া, যিনি সব মাখলুকের সুষ্টিকারী।
নী - নীতি শিক্ষা হল এটা, যা খোদা প্রাপ্তির শর্ত প্রধান।
দ - দয়ার নবীর ওসীলায় তা ক্বোরআন দিয়েছে প্রমাণ।
র্প (প) - পত্রিকা সুন্নী দর্পণ পড়ুন, পড়ান রাখুন সকলের ঘরে ঘরে,
ণ (ন) - নবীর করুণায় আহলে সুন্নাত ও মাসলাকে রেজা জানার তরে।

ফক্বীর নুরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

বিঃ দ্রঃ এই পত্রিকার, সদস্যপদ গ্রহণ, সদস্যপদ বাতিল, লেখা সিলেক্ট, এবং যে কোন বিষয়ে শেষ ফয়সালা সিলেক্‌শন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে–সম্পাদক।

Designed by: Khairul hasan asraf, Cell: 9775195662, 7001258669

হাদিয়া - ৩০/-